পূর্ণচন্দ্র।

(নাটক।)

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত।

এজেন্ট এম, এল, দে এণ্ড কোম্পানী

মিনার্ভা হল, বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

সন ১৩০৫ সাল।

কলিকাতা।

১৬নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, নিউ ওরিএণ্ট্যাল প্রেস্।

শ্রীবিহারীলাল ভড় দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

গোরক্ষনাথ ... ... সিদ্ধ যোগী (মহাদেবের অবতার

শালিবান ... ... শ্যালকোটের রাজা।

পূর্ণ ... ... প্রথমা রাজরাণীর গর্ভজাত তনয়

জম্বু ... ... লুনার পিতা—চর্ম্মকার।

দামোদর }
সেবাদাস } ... ... গোরক্ষনাথের শিষ্য

গোরক্ষনাথ অন্যান্য শিষ্যগণ, দূত, রক্ষকগণ ইত্যাদি

স্ত্রীগণ।

ইচ্ছা ... ... শালিবান রাজার প্রথমা মহিষী।

লুনা ... ... ঐ ঐ দ্বিতীয়া মহিষী।

সুন্দরা ... ... পঞ্চনদস্থ স্বাধীন রাজ্যের রাণী (ছদ্মবে

সারি ... ... সুন্দরার সহচরী।

লুনার পরিচারিকা, ইচ্ছার পরিচারিকা।

পূর্ণচন্দ্র।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ইচ্ছা ও পূর্ণ।

ই। বিল্বদল ধর, বৎস, শিবের প্রসাদ।

পূ। মাগো,
বন্দিসম এত দিন ছিলাম উদ্যানে,
জন্মাবধি পূজি নাই পিতার চরণ,
পিতৃ-দরশনে আমি বঞ্চিত অভাগা;
আজি মম শুভ দিন——
করিব মা জনকের চরণ বন্দন!
ঐ শোন জয়োল্লাসে গায় প্রজাগণ;
এ সুখের দিনে
কেন তুমি বিষণ্ণ, জননি?

ই। এত দিন ছিলে, বৎস, মম অঙ্ক'পরে,
আজি তোরে পাঠাইব সংসার-মাঝারে;
ভরে মম কাঁপে কায়—

অকূল পাথার সম ভীষণ সংসার
ক্ষুদ্র তরী নর তাহে ভাসে .
ভীষণ তরঙ্গ রঙ্গে করিতেছে খেলা—
কখন' সে ক্ষুদ্র তরী গ্রাসে ·
এ হেন দুর্গম স্থানে পাঠাব তোমায়
তাই, বাছা, চখে আসে জল ·

পূ। সংসার-পাথার যদি দুরন্ত এমন
মা গো, আমি যাব না সংসারে ;
পিতার চরণ দুটী করিয়া বন্দন
ফিরে এসে ধরিব মা, তোমার অঞ্চল ;
চিরদিন তো'র কোলে থাকিব, জননী!
কিবা ভয় আর, মা গো ?

ই। রাজ-বংশে এক পুত্র তুমি যাদুধন,
মাগিয়া নিই'ছি নিধি শিবের চরণে।
যেই দিন জনম তোমার
নৃপতির আনন্দের রহিল না সীমা,
অদীন হইল রাজ্য রাজার প্রসাদে,
বর্ষাবধি নাট্যশালা রহিল নগর,
আজি যথা নাচে প্রজা আনন্দ-উৎসবে
সেই মত আনন্দে বঞ্চিল সর্ব্ব জন।
রাজার ভরসা তুমি, প্রজার রঞ্জন,
বিপুল বংশের মান তোমার রক্ষণে ;
করিয়াছ বিদ্যা অধ্যয়ন
রাজ-কার্য্য শিক্ষা কর জনক-সদন।

পূ। আছে কি সংসার-ভয় পিতার আশ্রয়ে ?

ই। এই তব সংসারে প্রবেশ
রাজা তোঁরে সযতনে দেবে উপদেশ ;
কিন্তু,
তবোপরে উপদেশ পালনের ভার—
সুকঠিন সন্তরণ সংসার-সাগরে।

পূ। মা গো,
সংসার-পাথার যদি দুস্তর এমন
কি হেতু মানব তবে ঝাঁপ দেয় তাহে ?
দুরন্ত দুর্গমে কিছু আছে কি উপায় ?

ই। ঈশ্বর-প্রত্যয়
এক মাত্র আশ্রয় সংসারে ;
সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুব তারা যার
কূল পায় এ দুস্তরে লক্ষ রাখি তা'য় ;
কিন্তু, নানা তরঙ্গের খেলা
উঠায় নাবায়, লক্ষ ভ্রষ্ট হয়,
কভু সে সাগর ধরে সুন্দর প্রকৃতি,
বিমোহিত-মতি, ধ্রুব তারা যায় ভুলে,
সংশয়-সাগর-চর আসি' সংগোপনে
আঁখি করে আচ্ছাদন,
পথহারা, ডোবে তরি ঘূর্ণমান জলে।

পূ। করিব, মা, ঈশ্বর-প্রত্যয়
সংশয়ে না দিব স্থান।

ই। অতি শঠ কপট সংশয়,

কে বা জানে কবে আসে কি বা বেশে ?—
সুখ দুঃখ উভয় সহায় তার :
সাবধানে শুন তব জন্ম-বিবরণ
বুঝিবে সংশয়, বৎস, কপট কেমন।

পূ। মা গো, কৃপা ক'রে পূরাও বাসনা
বড় সাধ শুনিতে মা, সে সব কাহিনী :—
বঞ্চিত কি হেতু আমি পিতৃ দরশনে ?

ই। বালক-শ্রবণযোগ্য নহে সে আখ্যান
এই হেতু এত দিন করিনি বর্ণন।
পুত্রধনে বঞ্চিত সন্তাপে হরি কাল
পুত্র বর মাগি নিত্য মহেশ-চরণে
কত দিনে এল এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী
দীর্ঘ জটা রাশি
গঙ্গাধর আপনি উদয় যেন।
আশ্বাসিয়া মধুর বচনে
কহিলেন যোগীবর,—
'পাইবে মা, উত্তম নন্দন
শিব চতুর্দ্দশী ব্রত কর স্বামী সনে'
বর দিয়া যোগীবর করিল পয়াণ
নৃপতিরে কহিলাম সকল বারতা।
তৃষিত চাতক যথা ঘন দরশনে
নরনাথ আনন্দে অধীর।
বর্ষতিন করিলাম শিব চতুর্দ্দশী,
চতুর্থ বৎসরে দিন হইল উদয়

তবু মম পুত্র না জন্মিল;
যোগীর বচনে হ'ল সংশয় উদয়
সংযম না করিলাম ত্রয়োদশী দিনে।

পূ। হ্যাঁ মা, পিতার কি হইল সংশয়?

ই। বিশ্বাস দুর্ল্লভ অতি জেনো বাছাধন
অভাগীর সম চিত্ত টলিল রাজার।

পূ। কিসে তবে পুত্রবতী হলে গো জননি?

ই। শুন!
উদ্যানে আনন্দে আছি নৃপতির সনে
শ্রদ্ধাহীন, চতুর্দ্দশী ব্রতে,
যবে গভীরা যামিনী
অকস্মাৎ হেরিলাম দীর্ঘ জটাধারী।

পূ। স্বপনে জননি?

ই। নহে স্বপ্ন, প্রত্যক্ষ সে তেজঃপুঞ্জকায়
ভস্ম ভূষা, উজ্জ্বল নয়ন-আভা,
জলদগভীর স্বরে কহিল সন্ন্যাসী;—
'দেব-বাক্য কর অবিশ্বাস?
অবশ্য হইবে লাভ উত্তম নন্দন
কিন্তু তোমা' দোঁহা প্রতি বিধি বিড়ম্বন;
দেব-বাক্যে অবিশ্বাস করিয়াছ, নারী,
পুত্র ধরি' পাবে তুমি অশেষ যন্ত্রণা।'
গভীরে সম্ভাষি নৃপে কহে উদাসীন;—
'বিলম্বে যেমতি তুই হারালি বিশ্বাস
পুত্রমুখ-দরশনে দ্বাদশ বৎসর

বঞ্চিত রহিবে তুমি শুন, নরবর।'
সভয়ে দু' জনে ধরি' সাধুর চরণ
করিলাম কতই মিনতি!
কহিল সন্ন্যাসী, অগ্রে সম্বোধি' আমায়:—
'পাবে পুত্র দীর্ঘজীবী সর্ব্বসুলক্ষণ
পুত্র রাখি' যাবে পরলোকে,
বিশ্বাস যদ্যপি কর আমার বচন,
কভু নাহি হবে সন্তাপিত;
রমণীর অধীর হৃদয়—
এই হেতু মার্জ্জনা তোমার,
অবিশ্বাস কভু নাহি কর' তার,
সযতনে পুত্রে সদা দিবে উপদেশ
ঈশ্বর-প্রত্যয় যেন জন্মে দৃঢ় তার।'

পূ। প্রসন্ন পিতার প্রতি হ'লেন তাপস?

ই। ভূপেরে সম্ভাষি কহিল সন্ন্যাসী;—
'দ্বাদশ বৎসর নাহি হের পুত্রমুখ:
বাক্য মম কর যদি হেলা
সেই দিন যেতে হবে শমন-সদনে;
সাধু সদাশয় পাইবে তনয়,
পবিত্র হইবে বংশ তনয়ের গুণে,
পিতৃ লোক পাবে উচ্চ গতি।'

পূ। মা গো, কে বা সে সন্ন্যাসী,
কোথায় বসতি তাঁর?

ই। বৎস, কিছু নাহি জানি;

সাধিলাম বহু যত্নে পূজা লইবারে,
যোগীরাজ পূজা না লইল ;
কহিলেন মোরে ;—
'পুনঃ হবে দেখা,
সেই দিন পূজা তোর করিব গ্রহণ ;
কর চিত্ত সংশয়বর্জ্জিত।'
এত কহি' গেল চলি' যোগীবর,
যেন শূন্যে মিশাইল !
নীরব রহিনু দুই জনে ;
কত দিনে চাঁদমুখ দেখিনু তোমার।

পূ। মা গো,
হেরিতে সে যোগীবরে বড় হয় সাধ ;
পাই যদি, পূজি দুটী রাজীবচরণ,
কভু তারে নাহি ছাড়ি পূজা না লইলে।

ই। শুন, বৎস, হয় মম সার্থক জীবন—
ঈশ্বর-প্রত্যয় যদি জন্মে তোর মনে ;
ঋণী আছি যোগীর চরণে
দিতে তোরে উপদেশ ;
রাখ যদি ঈশ্বরে প্রত্যয়
সংসারে নাহি আর ভয় ;
দেখো যেন দুঃখে সুখে মতি নাহি টলে।

পূ। মা গো, তব আশীর্ব্বাদে যোগীর প্রসাদে
রাখিব গো মন স্থির,
না হব প্রত্যয়হারা।

ই। যদি কভু হয় মতিভ্রম
শুন শুন মাতার বচন,—
যোগীবরে করো রে স্মরণ।
অন্তর্যামী জেনেছি নিশ্চয়
কৃপা হবে তাঁর—সংশয় হইবে নাশ।

পূ। কৃপাদৃষ্টি যদি মোরে করেন ঈশ্বর
যতনে পালিব, মাতা, বচন তোমার ;
যতক্ষণ রাজদূত না আসে লইতে
শুনিব শ্রীমুখে তব—বাসনা, জননি,
কি ভাবে ভাবিব মা গো ঈশ্বর চরণ ;
সবিশেষ কর গো বর্ণন,—
দুঃখে সুখে কেন টলে মন ?
শুনেছি গো দুঃখ সুখ মাঝে দোলে নর ;
তবে কি, মা, নিরন্তর সংশয়ের ডর,
সাবকাশ নাহি কি, জননি ?

ই। ঈশ্বর, মঙ্গলময় করুণানিদান ;
স্নেহ তাঁর তোমা' প্রতি আমা' স্নেহ হ'তে ;
কদাচিৎ বিস্মৃত না হও যাদুমণি,
মাতৃ-পয়োধরে দুগ্ধ জনমের আগে,
মাতার হৃদয়ে স্নেহ কৃপায় যাঁহার,
সুখের ছলনে মুগ্ধ ভুলে তাহা নর,
অহঙ্কার-অন্ধকার-ঘোরে।
হায়! দেখিতে না পায়,—
সৌভাগ্য উদয় তার বিভুর কৃপায়;

ভাবে মনে—নিজ গুণে সুখের ভাজন।
অশান্ত হইতে যবে বালক বয়সে,
বুঝালে না মানিতে বচন,
তব ইষ্টকামনায় করেছি পীড়ন,
তাড়নায় করেছ রোদন;
এবে দেখ সে সকল মঙ্গলের তরে
এই মতে জেনো স্থির—মঙ্গল-আলয়
দুঃখ দেন নরে তার শিক্ষার কারণ;
মূঢ় মন না বুঝে সে অপার করুণা
ভাবে—কেন বিনাদোষে এ হেন যন্ত্রণা?
দানবের কল্পনা এ ধরা;
কেহ বলে—'কোথায় ঈশ্বর?'
কলেবর ধরে নর ভূতের সংযোগে।'
অনিয়ম স্রোতের অধীন সবে ভাসে;
কিন্তু, ধীর জন দুঃখে সুখে দৃঢ় রাখে মন,
নেহারে মঙ্গলময় বিভুর বদন;
আকিঞ্চন—সেই মত রেখো মতি স্থির:
কখন' তোমারে নাহি দিব অন্য ভার।

পূ। তোমা' সম মম প্রতি স্নেহ কি, মা, তাঁর?

ই। এ হতে অনন্ত গুণে করুণা তাঁহার—
বিন্দুমাত্র সেই স্নেহ বসে মম হৃদে।

পূ। তবে আর কি ভয় সংসারে?
জয় জয় মঙ্গল-আলয়

পরিচারিকার প্রবেশ।

প। দেবি, রাজদূত কুমারকে নিতে এসেছেন্, নগর-তোরণে রাজা পারিষদ্‌বর্গ ল'য়ে কুমারের জন্য অপেক্ষা কচ্চেন, মহারাজের বাসনা—এত দিন কুমার আপনার কোলে ছিলেন আজ আপনি গিয়া তাঁর পুত্র তাঁর কোলে দেন।

ই। রাজদূতকে অভ্যর্থনা কর, আমরা সত্বর প্রস্তুত হচ্চি। আয়, বাছা।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

সেবাদাস ও দামোদর।

সে। কি হে তুমি হেথা—গুরুদেব কোথায় গেলেন ?

দা। তাঁর বেটাকে দেখ্‌তে।

সে। কি, এ প্রদেশে তাঁর কি কোন প্রিয় শিষ্য আছে ?

দা। শিষ্য তোমায় কে বল্লে 'আমি বল্লেম্' বেটা, তুমি বল্লে 'শিষ্য' !

সে। ছি ! কি বল ? গুরুদেবের যে কলঙ্ক হয় ; তিনি সংযমী মহাপুরুষ ; শিষ্যই তাঁর 'পুত্র'।

দা। তুমি রাগ'লে আমি কি করব বল ? তিনি বল্লেন 'ছেলে'—তুমি জোর ক'রে বল্‌বে 'শিষ্য' !

সে। তিনি বলে গেলেন 'পুত্র' ?

দা। বলে গেলেন না ত রাতারাতি আমি গড়্‌লুম্ ?

সে। মহাপুরুষের লীলা আমরা কি বুঝ্‌ব বল ?

দা। লীলা তাঁর বেলা, আর আমাদের মহাপাতক ! বলি, তুমি ত কাল খুব কাঁদাকাটি করে ধ'রে ছিলে দেখ্‌লুম্—তা নূতন কিছু পেলে ?

সে। হাঁ, প্রভু আমায় আশ্বাস দিয়াছেন, কয়েক দিন সাধুসেবা কর্‌লেই আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে ; সাধু সেবায় নিষ্পাপ হ'লে, আমায় পূর্ণ অবস্থা প্রদান কর্‌বেন।

দা। সাধু ত গুরুদেব, আর দিন কতক তাঁরই ত সেবা? সে সেবা এখন শিগ্‌গির ফুরুচ্চে না—তার জন্য চিন্তা নাই; তুমি ত বার বৎসর সঙ্গে ফিরুচ আমি চেলাগিরিতে ঘেটের কোলে ঘোলোয় পা দিইছি!

সে। দ্যাখ দামোদর, আজ তোমার এ কিরূপ ভাব? বার বছর সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু পদে পদে অপরাধ করেছি; আপনার দোষেই সিদ্ধত্ব লাভ হয় নি। গুরুদেবের অপার করুণা—বার বার মার্জ্জনা করেছেন; আমার কি চিত্ত স্থির হয়েছে? অঙ্গনার কটাক্ষ এখন' সহ্য হয় না।

দা। তা ভাই, তোমাকে গুরুদেব আশ্বাস দিয়েছেন তুমি সাধুসেবা কর গে,—সে সাধু কোথায় থাকেন?

সে। আমি আপাততঃ অবগত নই।

দা। সাধু কে তা বুঝেছি।

সে। তুমি কি তাঁকে জান?

দা। সাধুর পুত্র সাধু গোরোকনাথের পুত্র একটা কিছু দিগ্‌গজনাথ!

সে। দামোদর, তুমি কি আমার গুরু-ভক্তি পরীক্ষা কর্‌ছ?

দা। ওহে, ভক্তিই কর আর যাই কর, আর বড় কিছু পাচ্চ না; যে কটা আসন ছিল তা মেরে দেওয়া গিয়েচে, যোগের আর বাকি কি যে তা নিবে? আর যদি দু'ট একটা থাকে তা আর দিচ্চে না, আপনার বুজরুকির জন্য রইল।

সে। নরাধম, গুরুনিন্দা করিস্?

দা। বলি, শোন না, তার পর চোটো। আমি অমন তোমার মতন ভিরকুটি ষোল বৎসর করে আসছি, আমি কেঁদে কেটে পায়ে ধরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম্ যে, প্রভু, শিক্ষা, কত দিনে অবসান হবে? তাতে উত্তর করলেন, শিক্ষার অন্ত নাই যোগীবর মহাদেব আজও যোগ শিক্ষা কর-ছেন'। উনি যত দিন না মরেন, তত দিন আর তল্‌পি বওয়া ঘুচে না। আপনি চল্লেন পুত্র দর্শনে, আমায় বলে গেলেন, 'এ পাপস্থান, এ স্থানে বসো না।' এ গাছের তলায় বস্‌তে ও দোষ!

সে। এ কি বিড়ম্বনা! এ পাপস্থানই বটে, আমি চল্লেম্।

প্রস্থান।

দা। যা, তুই যা, আমি একটু নিদ্রা দিই; একটা চেলা চুলি দেখে নিব—পাটা টিপ্‌বে, ভিক্ষা টিক্ষা কর্ব্বে—আর পারা যায় না ঘুর্‌তে, আজ থেকে চেলাগিরি ইস্তবা।

সারি ও সুন্দরার প্রবেশ।

সু। দেখ্, সারি, তুই যদি রাণী বল্‌বি, কি মান্য ক'রে কথা ক'বি ত তোর গালে আমি ঠোনা মার্ব্বো; কি বল্‌ছিলি বল্—সন্ন্যাসী ব'লে গিয়েছিল বার বছর মুখ দেখ্‌তে নেই? তার পর?

সা। তার পর আর কি, রাণী ইচ্ছা সহরের বাইরে বাগানে ছেলে নিয়ে রইল। আজ বার বছর পূর্ণ হয়েছে, তাই রাজা আজ ছেলে দেখ্‌বে। আহা, নগর যে, সাজি-

য়েছে, যেন ছবি খানি! আর, ঘরে ঘরে গান বাদ্য নৃত্য হ'চ্চে, তুমি চল না—দেখ্‌তে যাবে।

সু। আঃ দূর মড়া, বুড় মড়া শালিকান্ আমায় চিনে।

সা। কি ক'রে চিন্‌লে?

সু। তুই যখন জলামুখী যাস্, একদিন দেখি, বুড়' পীরিত কর্ত্তে এসেছে। ওলো কি বলব—ঘাটের মড়া লো ঘাটের মড়া! বলে—'সুন্দরি, তুমি আমায় বরমালা প্রদান কর।'

সা। তুমি কি বল্লে?

সু। আমি বল্লুম—সারি আসুক তার সঙ্গে বে দিব।

সা। সত্যি, কি বল্লে?

সু। কি আর বলবো?—বুড়ো মানুষ ব'লে মাথা মুড়িয়ে দিই নি; ঢের রেয়াত করেছি। সে মড়ার যে চাউনি লো যে এখন তোরে পেলে বে করে।

সা। তোমায় পেলে নয়?

সু। বুড়ো ভারি লোভাস্থে লো—আজ বছর খানেক হ'ল একটা চামারের মেয়ে বে কল্লে!

সা। সত্যি না কি?

সু। হাঁ লো, নিমন্ত্রণের পত্র এসেছিল মন্ত্রী আমায় যেতে দিলে না।

সা। মা গো আর কি কনে যুট্‌ল না? কে যোটালে?

সু। ছুঁড়ি পাতকোর জল তুল্‌ছিল, রাজা মৃগয়া কত্তে গিয়া দেখেই মোহিত! তোকে যার জন্যে ডেকেছি শোন্; মন্ত্রী আমায় দেশে যেতে পত্র লিখেছে,—আমার বাপের বন্ধু—নেহাত কথাটাও ঠেল্‌তে পারি নি।

সা। কেন, চল না? তুমি এমন ছদ্মবেশে কত দিন বেড়াবে?

সু। আমার যত দিন ইচ্ছা! দেশে গিয়া কি কর্ব্বো?

সা। দেখ সখি, তোমার মনের বিকার আমি বুঝ্তে পেরেছি, তোমার যৌবনকাল, আর কুমারী থেক না।

সু। সারি, তুই আজ আমায় নূতন উপদেশ দিতে এলি। আমার শস্যশালিনী রাজ্য, পূর্ণ ধনাগার, নতশির শত্রু, তবে কেন আমি দেশে দেশে সামান্যের ন্যায় ভ্রমণ কচ্চি?—দেখ আমায় রাণী বল্লে আমার মনে আগুন জলে, মনে ভাবি—আমার রাজা ত নাই। সকল আমোদ প্রমোদেই আমার তিক্ত বোধ হয়। আমার অদৃষ্টে বিধাতা বর লেখেন নাই—আমি চির কুমারীই থাকৃব।

সা। 'বর নাই' কেন বল, ভাই? তোমার মন নাই তাই বল। কত রাজা, রাজকুমার তোমার জন্যে এল; কারুর গোঁপ মুড়িয়ে দিলে, কারুর মাথা মুড়িয়ে দিলে, ওমা সন্ন্যাসী গুণোর ও জটা কেটে নিলে! তুমি ভাই, রূপের গরবেই গেলে।

সু। তুই বলিস্ কি? যে সে কি পতির যোগ্য? আমি যার দাসী হব সে কি স্ত্রীলোকের কথায় গোঁপ মুড়িয়ে যায়? আমার যিনি পতি, তিনি বীর, ধীর, প্রশান্তস্বভাব। যে আমার পতি আমি দেখ্লেই জান্তে পার'ব, তিনি এলেই তাঁর চরণে আমি অবনত হব। পতির জন্যে আমি যা করেছি বোধ করি কোন নারী তা করে নাই। দেখ্লেম পৃথিবীতে পুরুষ নাই; যে বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমার সঙ্গে বিচারে সে

মূর্খের ন্যায় নির্ব্বাক হ'ল; যে ধন-গর্ব্বে গর্ব্বিত আমার ধনাগার দৃষ্টে চমকিত হ'ল; রূপ-গর্ব্বিত, আমার রূপ দর্শনে দাস হ'য়েছে! পুরুষের প্রধান গর্ব্ব তরবারি, রণস্থলে বিপক্ষ রাজ আমার পতাকা দর্শনে তরবারি ত্যাগ করেছে! তবে, তুমি আমায় কারে বরমাল্য দিতে বল, কার দাসী হ'তে বল? সারি, তোর সেই গানটি গা'।

সা। খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে ধর্ত্তে পারে ধরা দিই তারে।
বাঁধা থাকি মিনি সুতোর সোহাগের হারে।
নইলে পরে মজ্‌তে পরে, সাধ ক'রে, সই, মন কি সরে?
থাক্‌তে বশে পড়্‌ব ফাঁসে যেচে কার তরে?
জোরে মন কেড়ে নিতে যে পারে, সই, সেই পারে॥

দামোদরের প্রবেশ।

দামো। আরে বাঃ, বাঃ, বাঃ, বাঃ, বাঃ কি গান রে! মরি, মরি মরি! আবার মরার উপর মরি—কি রূপ রে! ব্যোম্, ব্যোম্।

সা। প্রভু, প্রণাম হই; আপনি কে?

দা। আমি—আমি গোরক্ষনাথ।

সা। প্রভু, কি সৌভাগ্য!

দা। আমি তোদের আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এলেম।

সু। (জনান্তিকে সারির প্রতি) ওলো সারি, এই সন্ন্যাসীটে

ভণ্ড, এ কোন পুরুষে—গোরক্ষনাথ নয়। তিনি মহাত্মা দেখছিস্ নি মা বলে ডাক্‌ছে না।

দা। তোমরা এস, আমার কাছে ব'স।

সু। বস্‌ছি; সন্ন্যাসীঠাকুর, একটা গান শুন্‌বে?

দা। আচ্ছা, শুনাও। আমি যোগী, স্ত্রীলোকের গান শুনি নি তবে, তোদের কৃপা করেছি তাই।

সু ও সা। বাহার—ভর্‌তঙ্গা।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী—

সু। না, আর গাইব না।

দা। গাও, গাও—আমি শুনব।

সু। তুমি আমাদের সঙ্গে নাচ ত গাই।

দা। এঁ্যা! সন্ন্যাসী নাচে?

সু। না নাচ, তবে চল্লেম।

দা। আচ্ছা, গাও গাও; তোমায় কৃপা করেছি—আমি নাচ্‌চি।

সু ও সা। এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।

আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি হাসিতে পরায় ফাঁসী॥

ছি, ছি, লো, হ'ল একি দায়, ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়,

কে জানে কি আছে মনে, কায কি?—সরে আয়।

উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি?

শেষে ছাই! মাখ্‌ব কি ছাই? ভাল না ত এ হাসি॥

সু। (গান করিয়া) চল্ লো, সারি।

দা। বাস্‌নে, বাস্‌নে, আমি তোদের ভাল করব।

সু। না, ঠাকুর, তোমার মুখ খানি বেশ দেখে আমি তোমার কাছে বসি, আর তুমি ভুলিয়ে যোগিনী কর! তোমার চাঁদমুখ দেখে কি আমি শেষে পথে পথে ফিরব?

দা। আরে, না, না—ব'স ব'স।

সু। আহা, সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার কি রূপ!

দা। দেখ, আমি স্ত্রীলোকের মুখ দেখি নি; তবে, তোকে কৃপা করেছি; আমি গোরক্ষনাথ—জানিস্‌ সাক্ষাৎ শিব; ব'স কাছে এসে ব'স্‌।

সু। ও মা গো, তোমার জটায় যে ঘেমো গন্ধ! আমার ইচ্ছা ছিল তোমার ঠেঙ্গে যোগ শিখ্‌ব—তা কাছে দাঁড়াতে পারি নি।

দা। তুমি যদি যোগ শেখ ত আমি বেশ করে জটা ধুই।

সু। ধু'লে কি ও ভেপসো গন্ধ যাবে? কেটে সুগন্ধ মাখ্‌তে হয়; আর কাজ নাই, বাবু, যোগশিখায়! অম্‌নি ক'রে ত ছাই মাখ্‌তে হবে?

দা। না, না, তুমি যোগ শিখ্‌লে ছাই মাখা'ব না চন্দন মাখিয়ে শিখাব।

সু। আর, তোমার জটা ত থাক্‌বে? তা হলেই কাছে বসেছি! জটা ত নয় যেন তালের সোঁটা! অমন চাঁদ্‌পানা মুখ খানা—অমন জটা রেখেচ কেন? যোগ শিখ্‌লে ত আমায় অম্‌নি জটা রাখ্‌তে হবে?

দা। না, তোর জটা রাখ্‌তে হবে না।

সু। না, না, আমার যোগ শিখায় কাজ নেই; তোমার

অমন রূপ, জটা রেখেছ দেখে আমার প্রাণ কেমন করে। (সারির প্রতি) আয় লো সারি, (দামোদরের প্রতি) চল্‌লেম্‌।

দা। দেখ, তোমায় আমি কৃপা করেছি, তুমি যদি যোগ শিখ ত আমি জটা কেটে ফেলি।

সু। আহা! ঠাকুর, তোমার এত কৃপা?—তবে আমার ঘরে এস।

দা। যখন তোমায় কৃপা করেছি—চল।

সা। (জনান্তিকে সুন্দরার প্রতি) সখি তোমার এ কি রীত?

সু। (জনান্তিকে সারির প্রতি) এই আমার খেলা।

সা। (জনান্তিকে সুন্দরার প্রতি) ছি! এ খেলায় অপরাধ হয়।

সু। (জনান্তিকে সারির প্রতি) পূর্ণচন্দ্র দেখে লোক মোহিত হয়—সে কি চন্দ্রের অপরাধ?

দা। তোমরা কি বল্‌ছ?

সু। সারি জিজ্ঞাসা কচ্ছে—সন্ন্যাসী-ঠাকুর কি আমায় শিখাবেন?

দা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দুজনকেই শিখা'ব।

সু। আসুন না—বসে রইলেন যে।

দা। চল।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

রাজা ও পূর্ণা।

রা। বৎস!

অমর-বাঞ্ছিত এই সুন্দরী নগরী
সযতনে রক্ষা করি তোমার কারণ।
ফুল্লমতি প্রজাগণ তব দরশনে
অভিলাষ উল্লাসে প্রকাশে,
বৃদ্ধ-পরিবর্ত্তে হোক্ নবীন ভূপতি।
প্রজার উল্লাসে ভাসে আনন্দে হৃদয়,
নাহিক বাসনা অন্য ঈশ্বরের পদে,
অঙ্গজে অর্পিয়া রাজ্য পরম কৌতুকে
নিশ্চিন্ত হরিব কাল এ বৃদ্ধ বয়সে,
অন্তঃকালে তোর কোলে ত্যজিব এ দেহ।

পূ। উদ্যানে মাতার সনে ছিলাম যখন
কত আমি করেছি রোদন,
শ্রীচরণ দেখিবারে হ'ত কত সাধ!
আজি প্রসন্ন দেবতা—
অর্পিলেন মাতা মোরে তোমার চরণে;
জননী-অঞ্চল ধরি' ভ্রমণ উদ্যানে—
সংসার-বারতা, তাত, না জানি কেমন;
নাহি জানি পিতৃসেবা, পিতার সম্মান—
অপরাধী হই যদি করো গো মার্জ্জনা!

রা। অপরাধ তোর?

বংশের দুলাল তুই নয়ন-আনন্দ,
নাহি জান পিতৃস্নেহ আরে রে অবোধ !
বুঝিবি বুঝিবি যবে হ'বি পুত্রবান্,
অপরাধ করিব মার্জ্জনা ;
শিখায়ে দিয়াছে বুঝি জননী তোমার ?
দেখাইব কেবা কত জানেরে আদর—
রাজ্যের সর্ব্বস্ব তুমি কুলের শেখর !

পূ। শুনিনু জননীমুখে দুরন্ত সংসার,
পদে পদে অপরাধী হয় তাহে নর,—
তাই ডরি, হে ভূপাল, অবোধ অজ্ঞান,
লালিত মাতার অঙ্কে চঞ্চল সন্তান।

রা। বৎস, দরিদ্রের—দুরন্ত সংসার
কণ্টক-আগার, ভয়ময় চির দিন।
পাতিয়া কুসুম শয্যা নৃপতির তরে
সভয়ে সংসার রহে নৃপের সদনে।
আজ্ঞামাত্র অবনত শত শত শির
আজ্ঞা মাত্র খোলে অসি শত শত বীর,
আজ্ঞা মাত্র নীর সম ঢালিবে রুধির,
কোথায় তিমিরঘটা, উদিলে মিহির ?

পূ। কণ্টক কি নাহি পিতা কুসুমশয্যায় ?

রা। নাহিক কণ্টক কীট জানিবে অচিরে।

দূতের প্রবেশ।

আরে মূঢ়,
জীবনের সাধ মম পূর্ণ এত দিনে—

নির্জ্জনে নেহারি আমি পুত্রের বদন
জীবনের নাহি কর ডর,
কি সাহসে পশিলি এখানে ?

দূত। মহারাজ দাসকে অভয় দিন লুনাদেবী পত্র প্রেরণ ক'রেছেন, অধীনের অপরাধ নাই।

রা। এঁ। লুনা—পত্র—(পত্রপাঠ) এখন কি করি ?
বৎস, ক্লান্ত তুমি নগরভ্রমণে
ক্ষণেক বিশ্রাম কর।
রজনীতে বার দিতে হবে সভা মাঝে
পারিষদ্‌বর্গ পূজা করিবে তোমায় ;
যত দিন উৎসব না হয় অবসান
তত দিন, বৎস, তব নাহিক বিরাম।

পূ। দেবতা পূজার যোগ্য শুনেছি, ভূপাল
কিবা হেতু পূজিবে আমায় ?

রা। ভূপতির পূজা অগ্রে দেবতা রাখিয়া,
ক্রমে ক্রমে জানিবে সকলি,
এস, বৎস, দিতে হবে পত্রের উত্তর।

পূর্ণের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

পরামর্শ মন্ত্রী সনে—মন্ত্রী হবে বাদী ;
গুণবতী ইচ্ছা। অতি পতিপরায়ণা,
জানাব সকল কথা যাচিব মার্জ্জনা।

ইচ্ছার প্রবেশ।

ই। মহারাজ পূর্ণর আর আনন্দ ধরে না বলে মা, তোমার চেয়ে মহারাজ আমায় আদর করবেন বলেছেন।

রা। শুন রাণী, শুভ দিনে ঠেকিয়াছি দায়'
আমি অতি অপরাধী তোমার সদনে;
মহিষী, মার্জ্জনা কর ধরি হে চরণ।

ই। এ কি কর? ছি ছি মহারাজ!—
তুমি স্বামী—দাসী আমি সেবিতে চরণ;
পতির কি অপরাধ সতীর সদন?

রা। প্রিয়ে, আমি অতি দোষী, শুন বিবরণ,
আছিলে দ্বাদশ বর্ষ পুত্রের পালনে
তোমা' সনে কদাচ হইত দেখা,
একা বাস শূন্য রাজপুরে!
একদা মৃগয়া হেতু পশিলাম বনে,
কুক্ষণে, হে, বারি-অন্বেষণে,
আসিলাম কূপ সন্নিধানে—
কি কহিব মজিলাম কি বিপদে?

ই। কহ, নাথ, কি হইল পরে;
দাসী সনে সূচনার কিবা প্রয়োজন?

রা। হেরিলাম—সুন্দরী রমণী,
যৌবন স্ফুটনমুখী,
বারি হেতু আসিয়াছে কূপপাশে;
পাপ আঁখি মুগ্ধ মম, রূপের ছটায়!
প্রিয়ে, কৃপায় মার্জ্জনা কর।

ই। ধরণীর অধিশ্বর তুমি প্রাণনাথ!
আছে হে নিয়ম—
রাজার চরণ সেবে শত শত নারী;

যাহে তব মন, করহ গ্রহণ,
দাসীর কি মানা আছে তা'য় ?
ভগ্নিসম আমি তারে করিব যতন ;
তব ইচ্ছাধীন দাসী জেনো নরনাথ !

রা। গুণবতী তুমি, সতি, নাহিক তুলনা !
বিধি-বিড়ম্বনা—
হইয়াছে উদ্বাহ নির্ব্বাহ—
মরি হে সরমে,
গলগ্রহ রেখেছি গোপনে,
মন্ত্রীমাত্র জানে সমাচার !

ই। কেন, কেন, প্রাণনাথ রেখেছ গোপনে ?
চল যাই ভাগ্যবতী রূপসী সদনে
আদরে ভগ্নীরে আমি আনি রাজপুরে।

রা। করেছি কদর্য্য কার্য্য শুন লো, মহিষি,
ঘৃণিত চামার বংশে জনম তাহার !

ই। পঙ্কে হয় পদ্মিনী বিকাশ
দেবতা মস্তক 'পরে শোভে সে নলিনী।
শুন, গুণমণি,—যে বা তব আদরিণী
হীন বংশ তার কিবা ?
আমি রাণী যে পদ-পরশে
ভগিনী আমার রাণী সে চরণ ধরি'।

রা। জানি হে মহিষী, তব অসীম মহিমা,
শত অপরাধে ক্ষমা করিবে আমায় ;
কিন্তু, দেখ দায়,—

কুমারে সে দেখিবারে চায় ; (পত্র প্রদান ;
নহে, কহে, অভিমানে ত্যজিবে জীবন।

ই। সে ত রাজরাণী, সেও ত জননী
মম সম কুমারে তাহার অধিকার,
পুত্র পাবে মাতার প্রসাদ
বিষাদ কি হেতু তাহে ভাব নরনাথ ?

রা। অতুলনা হে ললনা, পতিভক্তি তব ;
অধিক কি ক'ব
ঋণপাশে চিরবদ্ধ রহিলাম রাণী।

পূর্ণর প্রবেশ।

রা। বৎস, হয়েছে কি শ্রম দূর ?

পূ। পিতা নাহি শ্রম !
যেতে পারি শত ক্রোশ অশ্ব আরোহণে ;
জিজ্ঞাস মাতায়—
সারাদিন ফিরি তবু নাহি হয় ক্লেশ।

ই। পূর্ণ, আর (ও) তোর আছে রে জননী ;
এস, বৎস, তাঁর পদে করি নমস্কার।

পূ। চল তবে।

রা। আসিয়াছে দূত তোরে লইতে আদরে,
আগত ভূপালগণে করিতে সম্মান,
রব আমি রাজপুরে ;
যাও তুমি দূতের সহিত।
এস প্রিয়ে। সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লুনার কক্ষ।

লুনা ও লুনার পিতা।

লু। হায়! পিতা হ'য়ে এই সর্ব্বনাশ কল্লে, সতীন পুত্রকে পত্র লিখে ডাকতে পাঠালে, আমার জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হ'চ্চে।

লু-বা। আমি দশ বার বারণ কল্লুম্ ফের পণ্ডিতি কথা কচ্চিস্, পোড়ারমুখি? ফের্ 'পিতা পিতা' বলিস, প্রাণনাথ বলিস, তোর বুড় ভাতারকে? আমি চামার—পণ্ডিতি কথা আমার সাথে? যে পণ্ডিত রেখে তোরে লেখা শিখিয়েছে তারে পণ্ডিতি ক'রে পিতা বলিস্, আমি চামার—আমার সাথে চামারে কথা ক! আমি চামার বুদ্ধি খাটিয়ে তো'র রাজার সাথে বে দিলুম্, আর আমার সঙ্গে গালি গালাজ কল্লি?

লু। তুই রাজা বে দিয়ে ছিলি না রূপে রাজা বশ হয়ে ছিল? রাজা আসুক আমার সতীন আছে বলে নি —আবার সতীন্ পো!

লু-বা। রাজা এখন ছেলের মুখ দেখেছে তোর মুখে এখন জুতার বাড়ী মারে আমি যদি না থাকতুম্ ত তোকে এত দিন পয়জার দিয়ে খেদ্ড়ে দিত।

লু। তুই যেমন চামার তোর চামারের মতন কথা; রাজাকে মলের মতন পায়ে দিয়ে আমি বাজিয়ে বেড়াই।

লু-বা। কৈ, আজ তিন দিন বেটা আনবার রোস্ নাই কচ্চে তোর মুখে ঝাড়ু মারে নি?

লু। ঝাড়ু মারে নি আজ এলে আমি ঝাড়ু মারবো। তুই চামার, চামারের বেটা চামার; তোর কথায় আমি সতীন পোকে আনতে পাঠালুম আমার মাথা কাটা গেছে আমার কুওয় ডুবতে মন হচ্ছে।

লু-বা। সতীনপোকে যদি আদর ক'রে না চিঠি লিখতিস্ তোরে কুওয় আপনি ফেলে দিত। রাজার আদরের ছেলে তা জানিস্ পোড়ারমুখি? সন্ন্যাসীর ওষুধ খেয়ে ছেলে তা জানিস্ জুতাখাকি?

লু। আদরের ছেলে আছে জানিস্ ত আমার ওষুধ দিলি কেন? আমার অমন গয়ান ভাতার ছিল।

লু-বা। আবার সে কথা পোড়ারমুখি? রাজা জানলে তোকে গেড়ে ফেলবে।

লু। তুই ছেলের কথা আমায় বলিস্ নি কেন?

লু-বা। আ মর কেজানে? ছেলে লুকান ছিল। তুই ছেলে এলে খুব দরদ কর্বি ছেলে তোকে মা জানবে; তুই রাজা ভোলালি ছেলের কি কর্বি? ছেলে রাজা হ'য়ে তোকে খেদিয়ে দিবে, বুড়া রাজা সব দিন বাঁচবে?

লু। দরদ করবে, দরদ করবে, দরদ করবে, সতীন-পো আমার হবে।

লু-বা। তুই পোড়ারমুখি কথা শুনবি নি; আমি ত তোকে ব'লে ছিলুম,—যে পণ্ডিতের কাছে লেখা পড়া শিখিস্ নি, ভাল কথা কইতে শিখিস্ নি, চামারের কথা

ভুল্‌বি—বুদ্ধি ভুল্‌বি! তুই রাজাকে খোস্‌ করতে প্রাণনাথ শিখ্‌লি আর চামারের বুদ্ধি ভুল্‌লি! তুই মা হবি, আমি দাদা হব—এক দিন আদর ক'রে লাড্ডু খেতে দিব—বিষ দিয়ে দিব! ছেলে মর্‌বে, আমি পালাতে পারি—পালাব; না হয়, গর্দ্দান দিব; বুড়া রাজা ম'লে তোর ছেলে হয় রাজা ক'রবি, নয় তোর ভাইকে রাজা ক'র্‌বি, চামারের বেটী! বুদ্ধি শুন্‌লি জুতাখাকি?

লু। আচ্ছা বাপ, তুই যদি ছেলে মার্‌বি রাজা রেগে তোকে মার্‌বে আমায় মার্‌বে।

লু-বা। তোকে মার্‌বে কেন, তুই কি বিষ দিবি? আমি আদর ক'রে বাড়ী নিয়ে যাব; চামারের বুদ্ধি শুন্‌লি, চামারের বেটী?

লু। বাপ, তুই বেশ বুদ্ধি ক'রেছিস।

লু-বা। ঐ ডঙ্কা পড়্‌চে আমি চল্‌লুম্‌, ছেলে আস্‌ছে।

লু। আমি দরদ্‌ কর্‌ব; বাপ, তোর খুব বুদ্ধি!

লু-বা। রাজা পণ্ডিত রেখে তোকে লেখা শিখিয়েছে ভাল কথা কইতে শিখিয়েছে, পণ্ডিত পড়া দিতে জানে—বুদ্ধি দিবে? চামারের বুদ্ধি, আমার সাত পুরুষ চামার হাঁ!

লুনার বাপের প্রস্থান।

এক জন সখীর প্রবেশ।

স। মহারাণী, যুবরাজ এসেছেন।

লু। এখানে আন।

সখীর প্রস্থান।

আমার মাথা নিচু হচ্চে—সতীন ছেলে ঘরে ডেকে আন্‌লুম্‌।

পূর্ণর প্রবেশ।

পূ। জননি, আশীর্ব্বাদ করুন্।

লু। আঁজ আমার সুপ্রভাত—তোমার চন্দ্রবদন দেখ্‌লুম। (স্বগত) আরে, সত্যি! চাঁদপানা মুখ, আরে, আরে, ফুলপানা দাঁত, আরে, আরে, কি আঁখি রে!

পূ। মা, আজ আমার কি শুভ দিন, আজ আমি পিতৃ চরণ বন্দন করলুম, তোমার পাদপদ্ম দর্শন করলুম। জননি জননি সন্তান কি অপরাধী?—

লু। মরি মরি! ভূতলে কি পূর্ণ শশী?
কি বা রতি-আশে এসেছে মদন?
উহু, মরি মরি
নয়নে বরষে ফুলশর!
অঙ্গ জর জর,
ধর ধর, কাঁপে থর থর,
পিপাসীরে সুশীতল বারি কর দান।

পূ। এ কি!
কোথায় জননী—কারে করি সম্বোধন?
কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে?

লু। কহ কথা, র'ওনা নীরব
ঢাল রে বচনসুধা—জুড়াক জীবন।

পূ। কহ, কার এই পুরী—কে তুমি সুন্দরি,
কোথায় জননী মম?
কহ, তুমি কে বা ছদ্মবেশী—
পাপকথা কহ কি কারণ?

লু। শুন গুণমণি,
প্রেমাধিনী দাসী তোর আমি,
সতিনী জননী তোর!
বৃদ্ধ রাজা পশে কবে কালের কবলে—
আমি কি হে নারী যোগ্য তার?
কমলিনী ফোটে কি ভেকের তরে?—
আদরে ভ্রমরে;
হৃদি-ভৃঙ্গ, এস হৃদি-মাঝে!

পূ। এ কি, এ কি, কি শুনি কি শুনি!
এ কি, এ কি, কি বল জননী!
এখনি মা, রসাতলে পশিবে মেদিনী,
হবে একাকার নরক আঁধার,
ব্যাপিবে বিপুল স্থান!
বাড়াইতে সে তম ভীষণ,
ঈশ্বরের রোষ হুতাশন
প্রলয়দামিনীসম দলকে ফিরিবে!
রুদ্ধ সমীরণ,
কক্ষচ্যুত হইবে তপন!
রেণু হবে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল!
মা, মা, সন্তানে অভয় কর দান।

লু। ছি, ছি, তুমি নির্দ্দয় কেমন!
মরে নারী, তোল না বদন,
কেন কর ঘৃণা, দেখ না দেখ না,
তোর সম কিশলয়ে রঞ্জিত অধর,

লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল,
দেখ দেখ তোমার যেমন—
খঞ্জনগঞ্জন আঁখি মম!
দেখ না, দেখ না, মরে রে ললনা,
চাঁদমুখ তোল না, তোল না!
তুমি, নব যুবা—আমি, নবীন যুবতী,
আমি, রতি—তুমি, হে, মদন!—
কেন হে, মিলনসুখে রহিব বঞ্চিত?
যায় ধরা যায় যাক্ রসাতলে,
ঘেরুক আঁধার,
আমি তোর, তুমি রে আমার!
অধরে অধরে, হৃদি হৃদি 'পরে,
ধরাধরি ভুজপাশে!
বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা—ডর?

পূ। এই ত সে দুরন্ত সংসার,
নহে এ ত কুসুম-আগার,
ভীষণ কণ্টকময়!
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
চলিতে চরণ নাহি চলে,
এ কি কোন কুহকের ছলে
হেন ভাষা শুনি আজ জননীর মুখে?
এই কি সেই তরঙ্গের খেলা?
এই কি সেই সাগর-গর্জ্জন?
পথহারা যথা নর পাথারে মগন,

এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া সংসারে ?
হেন ছার কারাগারে কেন রহে নরে,
কেন তরে বিসর্জ্জন দিতে কলেবরে ?
ছি ছি ধিক্! এই কি সংসার,
এই কি সে কুৎসিৎ পাথার ?
ধিক্, ধিক্, শত ধিক্, মানব-জীবনে!
মাতৃপদে শত শত প্রণাম আমার।

পূ। যেও না, যেও না, বধ'না বধ'না,
কিঙ্করীরে রাখ পায়, প্রাণেশ্বর!

পূ। কোথা কোথা হে মঙ্গলময় ?
এস,
চাহ নাথ, কৃপা কর কাতর কিঙ্করে
দয়াময় হয় হৃদে সংশয় উদয়,
ভাবি মনে, এ সংসার দৈত্যের রচনা!
কোথা কোথা দয়াময় ?
দারুণ সংশয়ে কর ত্রাণ।

(প্রস্থান।

লু। ইস্ এত অপমান ? বিষ খাব! জলে ঝাঁপ দিব, আগুনে পুড়ে মর্‌বো। কোথায় যাব ? নরক, কোথায় তুই ? আয়, আমার বুকে এসে ব'স্; আয়, আ'য়, আমার সহায় হ; আমি প্রতিশোধ দিব, প্রতিশোধ দিব! এলি নি ? নরক, বুঝেছি তোর ভয় হচ্চে; নারীর প্রতিশোধ! নারীর প্রতিশোধ! নরক, তুই ও অত ভয়ানক ন'স।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লুনা ও রাজা।

রা। বহু কার্য্যে ব্যাপৃত রয়েছি, প্রণয়িনী,
তব সহবাসসুখে বঞ্চিত সে হেতু;
উৎসবে আসিছে রাজা নানা দেশ হ'তে,
নানা জন সমাগম পুরে,
সাবকাশ করিয়াছি বিরামের ছলে।

লু। রেখেছি জীবন তব দরশন-আশে,
দেখা হ'ল ফুরাইল সকল বাসনা;
তুষানলে পাপদেহ ত্যজিব, রাজন্;
ঘৃণার ভাজন—কেন রাখি ছার প্রাণ?

রা। কহ, প্রিয়ে, কহ ত্বরা, কহ কি কারণ
জলধরাবৃত তব শশাঙ্কবদন?
অভিমানি, ত্যজ মান ধরি লো চরণে;
কেন বিগলিত ধারা নলিনীনয়নে?
যায় প্রাণ, ছাড় মান—কথা কহ হাসি';
ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, হৃদয়বিলাসি।

লু। অদৃষ্টের মম দোষ নহে দোষ কার'
নহে, কেন তব ছলে ভুলিব রাজন্,

পড়ে কি হে মনে, যবে প্রণয়বচনে
সম্ভাষিলে এ দাসীরে,
চরণে ধরিয়া আমি সাধিলাম কত
হইতে বিরত—
নীচকুলোদ্ভবা তব যোগ্যা নহে দাসী ?
হায় ! কেন মজিলাম কপট বিনয়ে ?
চন্দ্রসুধা চকোরের—বায়স কি পায় ?

রা। শুন, প্রিয়ে, শুন লো বচন
যে কারণ এ প্রণয় রেখেছি গোপন—
রাজ্যে কত জন কত কথা কবে,
ব্যথা পাবে চন্দ্রাননি, সুকোমল প্রাণে !
এবে মুক্ত দ্বার, তোমায় আমায়,
এসেছে কুমার—
মা বলে আদরে নিয়ে রাখিবে আগারে—
দিবানিশি মুখশশী হেরিব তোমার,
সিংহাসনে দুই জনে নিয়ত বিহার।

সু। রাজ্য কেবা চায় ?
রাজ্য-আশে বরমাল্য দিই নি তোমায় ;
যদি রাজ্য-প্রয়োজন,
মধুর কপট ভাষে সাধিলে যখন—
হায় রে, অবলা-মন পড়িল সে ফাঁসে !—
শুন রাজা, রাজ্য যদি আকিঞ্চন,
বার বার কি কারণ করি নিবারণ
গ্রহণ করিতে রাজা অধিনীর পাণি ?

নীচের নন্দিনী, নীচ তুমি মহারাজ!
না জানি কেমন মন না বুঝে মজেছি;
পরি নাই প্রেমফাঁসী সিংহাসন-আশে।
জানি, যবে ফুরাবে যৌবন
ঘৃণায় ঠেলিবে পায়' অধমের সুতা;
তবু পোড়ামনেরে প্রবোধি,
তবু প্রাণ বাঁধি—
অবলা চঞ্চলমতি!
পদধ্যানে একাকিনী রহিব বিজনে;
হায়!
এত দিনে ভেঙ্গেছে সে সোনার স্বপন।

রা। বল, বল কি মনোবেদনা।
আমোদিনি জান না জান না—
প্রাণসম তুমি প্রিয়তমা;
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন
এখনি হে দিব বিসর্জ্জন;
পোড়াইব মুকুট অনলে।
তুমি প্রাণ, প্রাণের আধার,
তোমা বিনা কে আছে আমার?
সুলোচনা, বল কি বাসনা।
সত্য কহি, শপথ লো তোর,
অসাধ্য সুসাধ্য প্রিয়ে, যেবা হয় সাধ
এখনি পুরাব কেন ভাব হে বিষাদ!
বিবশা বদনে বারি

সম্বর—সহিতে নারি—
হাসি ধর বিম্বাধর ও লো আদরিণি!
বাজে, লো হৃদয়ে বাজে,
এ সাজ কি তোরে সাজে?
হৃদি-সরোবরে ফুট ফুল্ল সরোজিনি।

নূ। মহারাজ! পূরিয়াছে যা ছিল বাসনা
দেখেছি তোমায় এবে দাও হে বিদায়;
হায় অভাগিনী—কভু স্বপনে না জানি—
রাজবংশ-কেলিহেতু বারবিলাসিনী!

রা। এ কি শুনি বাণী,
রাজবংশ-কেলিহেতু বারবিলাসিনী?
বারনারী কে সে? মর্ম্ম বুঝিবারে নারি।

নূ। বারবিলাসিনী আমি, কেলির কুসুম,
ভোগ্য বস্তু যে বা করিবে গ্রহণ।

রা। কহ প্রিয়ে, কে বলেছে হেন কুবচন,
কার শিরে করিয়াছে ভুজঙ্গ দংশন,
স্বেচ্ছায় অনলমাঝে ঝম্প দেছে কে বা!
বল শীঘ্র, যম কারে করেছে স্মরণ!

নূ। শ্রেয়ঃ মম প্রাণ-বিসর্জ্জন;
কেন কলঙ্কিনী নাম কিনিব ধরায়?
চর্ম্মকারসুতা কি বা প্রত্যয় কথায়!

রা। ছাড়হ বাক্যের ঘটা, কহ ত্বরাত্বরি,
কহ,
কে সে? এখন' নিশ্বাসবায়ু বহিছে তাহার

রাজরোষ করি' হেলা!

লু। এ জীবনে কভু কথা নাহি কব কারে,
জলগর্ভে রবে বার্ত্তা হৃদয়-আগারে।

রা। আরে নারী, তুচ্ছ কর ভূপে?
বল বার্ত্তা হৃদয় বিদারি'।

লু। পুরিল বাসনা;
এস, এস প্রাণনাথ!
হান অসি উলঙ্গ হৃদয়ে,
যাক্ প্রাণ চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে!
আমি ভাগ্যবতী!
অন্য সাধ কিবা রাখে সতী?—
পতি-করে পতির সম্মুখে ত্যজি প্রাণ!
কীর্ত্তিগান রবে মম ধরণী ভিতরে।

রা। কহ,
কি বা বার্ত্তা রাখ তুমি হৃদয়ভিতরে,
প্রাণের মমতা কেন কর বিসর্জ্জন,
কে বা সেই নর,
যা'র ডরে নাম তা'র না আন জিহ্বায়?

লু। শুন নাথ!
যে হেতু গোপনে রাখি নাম;
শুনিলে, মস্তকে তব হবে বজ্রাঘাত,
শূন্যময় হেরিবে ভুবন,
কণ্টকসমান শিরে ফুটিবে মুকুট,
মরমব্যথায় দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন।

রাজ্যেশ্বর বংশধর তোমার কুমার !
বধ শীঘ্র, শীঘ্র বধ প্রাণ,
নহে,
আত্মহত্যা, নারীহত্যা হের বিদ্যমান।

রা। রহ, রহ ;
দেখ শীঘ্র দিব প্রতিফল,
বুঝেছি সকল—
নির্জ্জনে নেহারি' তোর রূপের মাধুরী
ভুলেছে সম্বন্ধ সেই অধম পামর !
এস দেখ, অধমের কি হয় দুর্গতি—
মরিবে, করিবে দুষ্ট নরকে বসতি।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

দামোদর ও সারি।

দা। তুমি আমায় যে লালরূপী ক'রে দিচ্ছ।

সা। বাপ্‌রে! না দিলে হয়? যে দিন সুন্দরা দেখ্‌বে তোমার কাল রঙ্, সেই দিনই তাড়িয়ে দিবে, তাই ঢাকা ছিল, রঙ্ ঠাওর পায় নি; এ সিন্দুর দিয়ে যেন তরুণ অরুণের আভা দেখাবে! তোমার যে কাল রঙ্, আমি জানচি, দেখ্‌তে পেলেই তাড়াবে।

দা। এঁ্যা, তাড়াবে? তবে কি হবে? আমার জটা কি কর্‌লে?

সা। কি ক'র্‌লে? ঠাকুর জটার নামও মুখে এনো না।

দা। তোমায় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কচ্ছি, জটা আছে ত? আমার একুল ওকুল দুকূল না যায়।

সা। জটাই যদি অত সখ, তবে ঠাকুর, জটা কামালে কেন? আমি চল্লেম, বলিগে—সে জটার মায়া ছাড়তে পার্‌লে না।

দা। এঁ্যা, তুমি ঠাট্টা বুঝ না? দেখ, যদি রঙ্ টঙ্ গুলো বেরিয়ে পড়ে?

সা। আমি তাই ত ভাবছি; রঙ্‌টঙে যেন সিন্দুর দিয়ে ঢেকে দিলেম, তোমার মুখখানা বিশ্রী জটা ঢাকা ছিল, গালের ঝিকটিকগুলো দেখা যাচ্ছিল না।

দা। তবে কি হবে? আমায় কি তাড়িয়ে দিবে? এই টুপি—

সা। এই টুপিটা পর; ঢেঙ্গা ঢোঙ্গা মুখখানা একটু ছোট দেখাবে।

দা। ও যে বাঁদরের মাথার টুপি।

সা। তুমি বোঝ না, বেশ দেখাবে! সুন্দরার পছন্দ আমি জানি; যে তোমার এব্ড়ো খেব্ড়ো গা, এ গা চলে কি না বাবু!

দা। দেখ, তোমার হাতে আমার সর্ব্বস্ব, তোমার হাতে আমার প্রাণ; জামা টামা ঢাকা দিলে চল্‌বে না? যা হয় তুমি এক রকম করে নাও।

সা। এ তূল দিয়ে সব উঁচু নিচু সোজা কত্তে হবে।

দা। যা' হয় এক রকম কর; বলি, তখন যে বল্লে—চাঁদ-পানা মুখ, আমি নবীন সন্ন্যাসী!

সা। তুমি যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছ; তুমি বল্লে—দু'হাজার বছরের সন্ন্যাসী, জটা আপনি গজিয়েছে, তাইতেই যা তাঁর মন খারাপ হয়ে আছে; বল্‌তে হয়—ষোল কি সতর।

দা। মাইরি বল্‌ছি, আমার কুড়ি বছর বয়স; ফাঁকতালে দু'ট' শব্দ লাগিয়ে ছিলুম। ও জটা কি গজিয়েছে?—ছেঁড়া চুল দিয়ে পাকিয়ে ছিলুম।

সা। দাঁড়াও তূলা বসাই, খানিক চিটে গুড় আন্‌লে হ'ত—তূলো যদি সরে পড়ে তা' হ'লেই মুস্কিল।

দা। না, না, চিটে গুড়ে কাজ নেই; সে বড় গা চিট্‌-চিট্ কর্‌বে।

সা। ও ভাল কথা মনে—আমি যে সব এনেছি এই জামাটা গায় দাও।

দা। ওটা যেন হনুমানের মতন যে। বেড়ে পছন্দ সই একটু একটু ফুলো ফুলো জামা দাও না?

সা। তুমি বোঝ না; তোমার যে শক্ত গা, তুলয় তবু কতক নরম হবে; এখন দেখ, তোমায় একটু সতর্ক থাক্‌তে হবে; সুন্দরা যদি এসে তোমায় জামা খুল্‌তে বলে, বা মুখ ধুতে বলে—প্রাণান্তেও করো না।

দা। কেমন দেখ্‌তে হ'ল?

সা। এখন তবু যা হয় এক রকম হ'ল।

সুন্দরার প্রবেশ।

সু। কিলো সারি, আমার চন্দ্রবদন নবীন সন্ন্যাসী কোথায়?

দা। দেখ সুন্দরা, আমি ঠাট্টা করে বলে ছিলুম আমার বয়েস যোল বৎসর, আমি তোমার প্রেমের সন্ন্যাসী।

সু। সারি, তুই সিন্দুর মাখিয়ে দিয়েছিস কেন?

দা। সিন্দুর মাখাবে কেন আমার অমূনি রঙ্, আমার অমূনি রঙ্।

সু। কৈ, মুখ ধোও, দেখি না কেমন রঙ্।

দা। না, না, আমার বড় শীত কচ্ছে।

সু। শীত কোথায়? মুখ ধোও।

দা। আমার জ্বর হয়েছে।

সু। তবে আর কি করব, ফিরে, যাই, আমরা গাইব, তুমি নাচ্‌বে—তোমার নাচ দেখতেই এলুম।

দা। বেশ ত, বেশ ত, আমার নাচলিই জ্বর ছেড়ে যায়।

সু। না, না, তুমি একটু শোও; নাচলে আবার জ্বর ছেড়ে যায়?

দা। না, না, আমরা যোগী আমাদের অমনি জ্বর।

সু। আচ্ছা, তোমাদের যোগীদের ত ঐ রকম মুখ, ঐ রকম জ্বর; আর, গায়ের তুল গুলোও ঐ কি রকম?

সা। খবরদার—যেন খুলতে বললে খুলো না।

দা। হুঁ, আমি ইসেরায় বুঝে নিচ্ছি; তোমরা গাও আমি নাচি! আমার জ্বর হয়েছে কি না শীত কচ্চে।

(সারির ল্যাজ পরাইয়া দেওন) ও আবার কি করছ?

সা। জামাটা আল্‌গা হয়ে গিয়েছে এঁটে দিচ্ছি; আমরা গান গাই তুমি নাচ।

সা ও সু। মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মরি, কুচ্‌ নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে।

তাতে, সই, ঠুমুকি নাচে রগ্‌ নাচে কি কে জানে॥

রগ্‌কে বঁধুর রূপের চোটে,
লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে,

প্রাণ নে বঁধু গাছে বা ওঠে;—

করে যদি এ ডাল ও ডাল নাবিয়ে তখন কে আনে॥

সু। এই ত নেচে তোমার জ্বর ভাল হয়েছে, মুখ ধোও।

দা। না, না, তিন দিন জল ছোব না।

সু। দেখ, তুমি কেমন সন্ন্যাসী? সিন্দূর মেখে বলছ, 'ঐ রকম রঙ'; তুমি ত বড় মিথ্যাবাদী।

দা। না, না, দোহাই সুন্দরী আমার মিথ্যা কথা নয়, আমি—সন্ন্যাসী কি মিথ্যা কথা কয়?

সু। মিথ্যা কথা কও না?—তোমার বয়স কত?

দা। দোহাই, তোমার মাথা খাই ষোল বছর; এ সেই যে দু হাজার বছর বলে ছিলেম, ব্যঙ্গ করেছিলেম।

সু। তোমার বয়স ষোল বছর, তবে তোমার নাম গোরখ'নাথ বল্‌লে যে?

দা। আমি কি সেই গোরখ'নাথ?—আমি অমনি একটা গোরখ'নাথ।

সু। বাবা, এস; প্রণাম।

দা। বলি, ও সারি আবাগীর বেটী, যে বাবা বলে ফেল্‌লে!

সু। কি? তুমি সন্ন্যাসী, তোমায় বাবা বলব না! এখন যাও, সন্ন্যাসী ঠাকুর, আস্‌তানায় যাও; এই নাও ভিক্ষা নাও।

দা। বলি, যোগ শিখ্‌বে না?

সু। তুমি ছেলে মানুষ, যোগের কি জান?

দা। মাইরি বল্‌ছি, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স; আমি খুব যোগ শিখেছি।

সু। ঠাকুর, যাও, এই বেলা যাও; আজ আমার স্বামী বাড়ী আস্‌বে; তোমায় দেখ্‌তে পেলে মাথা কেটে ফেল্‌বে।

দা। এঁ্যা, এঁ্যা, তবে আমার জটা দাও।

কি কব বারতা, যবে শুধাবেন পিতা ?
বিমাতার আচরণ কহিব কেমনে ?

ই। আরে, আরে, অঞ্চলের নিধি,
রাজরাণী মন্দবাণী বলেছে কি তোরে ?
আদরিণী বুঝি বা সে নৃপের আদরে
কুবচন কেমনে বলেছে প্রাণ ধরে ?

পূ। হায় ! মাতা, জীবনে না হয় আর সাধ।

ই। আরে, আরে, কি বলেছে তোরে ?
কাজ নাই রাজপুরে দুখিনীনন্দন,
নবীন রমণী ল'য়ে বঞ্চুন ভূপাল।
তোরে কোলে লয়ে যাই যথা পদ চলে।
এই যে ভূপতি ;
সঙ্গে বুঝি আদরিণী তাঁর।

পূ। সরমে, গো, ব্যথিত মরম !
কেমনে কহিব কথা নৃপতির সনে ?
লজ্জা নাহি বিমাতার, আসিছে আবার ;
কোন্ লাজে আমি, মা গো, তুলিব বদন ?

(রাজা ও লুনার প্রবেশ।)

রা। আরে কুলাঙ্গার, আরে দুরাচার,
ছাগসম আচরণ শিখেছ কোথায় ?
আমার ঔরসজাত নহিস্ কখনও ;
অজ পতি জননীর তোর।
আরে, আরে নাহি কর সম্বন্ধ বিচার !
ভাব, বুঝি, পলাইয়ে পাবে পরিত্রাণ।

পশিলে সাগরে তোরে বধিব সেখানে;
হিমাচলগর্ভে যদি লহ রে, আশ্রয়,
ছেদি' গিরি তোরে ধ'রে করিব সংহার।

ই। এ কি কথা কহ মহারাজ—
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত কেন নরনাথ?

রা। দূর হ রে পিশাচিনি, পিশাচজননি,
অজপুত্র পেয়েছ অজের সহবাসে,
ছাগের জনম নহে আমার ঔরসে;
ধন্য, ধন্য কলিকাল! ওরে কুলাঙ্গার,
পাপ দেহ তোর নাহি হ'ল পরমাণু?
জিহ্বা নাহি দহিল অনলে?
বজ্রাঘাত না হইল শিরে?
গ্রাসিতে পামরে
মেদিনী না মেলিল বদন?

ই। ধার্ম্মিকপ্রবর তুমি লোকমাঝে খ্যাত,
ধর্ম্মাবতার নাম দেছে প্রজাগণে,
নরনাথ, কর সুবিচার;
ক্ষমানেত্রে বারেক হে, নেহার নন্দনে।
অকলঙ্ক শশী সম হের পুত্রমুখ,
কমলনয়ন দৃষ্টে বুঝ নররায়!
আঁখি প্রকৃতি-দর্পণ—
দেখ, দেখ হে ভূপাল,
কুৎসিৎ প্রকৃতি হৃদে না বসে কখনও;
শাস্ত্রনীতি—বিচারপতির এই ভার—

দোষী বা নির্দ্দোষী আগে বিচার না ক'রে,
বাদী প্রতিবাদী প্রতি পক্ষপাতশূন্য ;
দোষারোপ যার প্রতি শুনে তার বাণী ;
একের বচনে অন্যে নাহি করে দোষী।
শুন, গুণনিধি, যদি প্রতিবাদী—
তবু তার প্রতি আছে কেন ব্যবহার—
পুত্রপ্রতি কেন কর অন্য আচরণ ?

রা। কি শুনিব আর ?
কুলাঙ্গার তোর এ নন্দন।
কর দোষ স্বীকার, বর্ব্বর,
মৃত্যুকালে মিথ্যায় না পাবে পরিত্রাণ,
মিথ্যায় বাড়িবে তোর নরক-যন্ত্রণা।

পূ। এইমাত্র দোষ মম শুন, নরনাথ,
পঙ্কিল সংসার কূপে করেছি প্রবেশ
স্বর্গোপম জননীর অঙ্গ পরিহরি' ;
নহি ভূপ, অন্য দোষে দোষী।
কিন্তু, যদি খণ্ড খণ্ড হয় তনু মম,
শুনেছি যে পাপ কথা বিমাতার মুখে
পিতা তুমি—বিদ্যমান জননী আমার—
পৈশাচিক বার্ত্তা, ভূপ, বর্ণিব কেমনে ?

রা। এ' বয়সে এত তোর ছল ?
এত মিথ্যা ধরে তোর কিশোর শরীরে ?
অচিরে নরকে ফিরে যাবি রে, পিশাচ।
স্পর্শে তোর পাপ বৃদ্ধি পায়,

নিজ করে সেই হেতু না বধি তোমারে ;
ঘাতক ছেদিবে তোর শির
পাপতনু দিব তোর শৃগাল কুক্কুরে।

পূ। নরনাথ, মৃত্যু—বন্ধু, মৃত্যু কে বা ডরে ?
মৃত্যু—বন্ধু—
মুক্তি দেয় দারুণ সংসার-কারাগারে ;
দেবী, মানবীর বেশে, জননী আমার
দেন নাই মিথ্যা উপদেশ ;
নহি, নহি, মিথ্যাবাদী আমি।

ই। আরে কুলকলঙ্কিনী,
আরে, আরে, কালভুজঙ্গিনি ;
বিনা দোষে দংশিলি বাছায় ?
ঢালিলি কলঙ্ককালী এ কিশোর প্রাণে ,
আরে, তোর নাহি কি নারীর প্রাণ ?
হ'ল না বেদনা ?
অপবাদ দিলি এই দুধের কুমারে ?
আরে আরে, ধরি তোর পায় ;
কি কাজ ঈর্ষায় ?—
পুত্র লয়ে যাই স্থানান্তরে ;
একবস্ত্রে যাব,
কপর্দ্দক মাত্র না স্পর্শিব।
রাজ্যেশ্বরী হও তুমি রাজারে লইয়া
পুত্রের জীবন ভিক্ষা মাগি তোর পায় ;
আশীর্ব্বাদ করিয়ে তোমায়
পুত্রলয়ে যাব, কভু ছায়া না হেরিব।

লু। গঞ্জনা সহিতে কেন আসিলে কৃপাল ?
জানি আমি সতিনী সাপিনীসম কাল!
বাক্যবাণ সহে না সহে না.
যাই, রাজা, পত্নী পুত্রে কর সম্ভাষণ।

রা। আরে আরে, পিশাচজননি,
নাহি লাজ, কুবচন কহিস্ রাণীরে ?
শাস্তি পাবি পাপজিহ্বা না করিলে স্থির।

ই। নরনাথ, দেহ শাস্তি যে বা ইচ্ছা হয়;
কিন্তু, তব নির্দ্দোষী তনয়
কলঙ্কের ডালি নাহি দেহ তার শিরে;
আরে আরে, চামারনন্দিনী
গর্ভে মৃত্যু হ'ল না রে তোর।

রা। আরে কে আছিস্ ?

দুইজন রক্ষকের প্রবেশ।

বন্দীকর পামর পামরী;
রাজদণ্ড দিব অতঃপর।
কহ প্রিয়ে, কি বা তব সাধ—
অনলে, গরলে, কি বা হস্তিপদতলে
বধি এই কুলাঙ্গারে ?
পিশাচীর কি বা দণ্ড করহ বিধান ?

লু। যে জ্বালায় জ্বলি প্রাণেশ্বর,
কভু সে অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ;
কিন্তু রাজকার্য্যে
সমুচিত দণ্ডের বিধান;

অনলে, গরলে, কিম্বা হস্তিপদতলে,
সমুচিত দণ্ড নাহি পাইবে কুমতি
কাম-অন্ধ যেমতি এ' কুনীতি-দুর্জ্জন
অন্ধকূপে ফেলি' বধ ইহার জীবন;
কুশিক্ষা দিয়াছে পুত্রে এই দুশ্চারিণী
স্বচক্ষে দেখুক্ তার নিধন পাপিনী;
কভু যেন মতিচ্ছন্ন নাহি হয় আর—
পাপ উপদেশ পুত্রে নাহি দেয় আর।

শুনিয়াছ অনুচর, রাজীর বচন;
অন্ধকূপে দেখ দুষ্টা, পুত্রের নিধন।

ই। বধ, বধ আমার জীবন;
চিরদিন সদয় স্বামীরে তুমি—
ক্ষমা কর দুঃখের কুমারে।

দুশ্চারিণী, স্পর্শে তোর পাপ যদি পাই

ত্যজ খেদ, রাজরাণী জননী হ'য়ে
উপদেশ দিয়াছ সন্তানে
ভঙ্গুর এ' কলেবর;
ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখ শুনেছি শ্রীমুখে
কেন আজি ভুল, মাতঃ, নিজ-উপদেশ?
বিভুর চরণে তব মতি,
মাগো, তুমি আদর্শজননী,
খেদ পুত্র, কি খেদ তোমার?
কর আশীর্ব্বাদ—

অন্তে যেন কৃপাময় করেন করুণা।
ত্যজি' ছার সংসার যাইব স্বর্গধামে,
তবে কেন শোক ?
হেরিব সে দয়াময় মঙ্গল-নিদানে।

অনুচর। কুমার, চলুন, রাজ-আদেশ অতি কঠিন ; রাণী, দাসের অপরাধ নাই, রাজ-আদেশ অবগত আছেন।

রাণী। আরে অনুচর,
এক দিন রাজরাণী ছিল অভাগিনী,
আজি কাঙালিনী !
এক মাত্র রতন আমার—
অন্ধকূপে বধকর মোরে ;
ভিক্ষা মাগি তনয়ের প্রাণ,
কর দান, হও কৃপাবান।

পূর্ণ। কেন মাতা, অধর্ম্ম শিখাও অনুচরে ?
বলেছ ত এ' সংসার পরীক্ষার স্থল !
ত্যজ মাতা, পুত্রের মমতা,
পরীক্ষায় না হ'ও কাতর ;
সর্ব্বব্যাপী বিদ্যমান আছেন ঈশ্বর,
দেখেন বেদনা তব ;
দেখা হবে পুনঃ সেই আনন্দের ধামে,
মাতা পুত্র তথা কেহ না করিবে ভেদ ;
এস মাতা, চল অনুচর,—
রাজ-আজ্ঞা কোথায় যাইতে ?

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য মধ্যে কূপের পার্শ্ব।

লুনা ও লুনার পিতা।

লু-বা। আরে বাঃ! বাঃ! বেটী, তোর চামারের বুদ্ধি আছে; বাঃ! বিষ দিতে হ'ল না; রাজা কি বলবে—ডুবে ফেলা দেখ্‌তে পার্‌বে না? রাজার ও শোক লাগবে, মরবে মর্‌বে, মর্‌বে; রাণীটাকে ফেল্‌তে বল্‌লি নি কেন? আপদ যেত। তোর চামারের রাগ আছে,—সতীন কেমন বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদে দেখ্‌বি; এমন নইলে চামারের বেটীর চামার নি! বাঃ, বাঃ, বাঃ! তুই রাজাকে কি বল্‌লি? দেখ্, খুসীর সময় পণ্ডিতি কথা ক'স্‌নে তোর সেই চামার কথা ক'।

লু। বল্লুম, রাণী খুব সয়তানী, চাকর ভুলিয়ে ছেলে নিয়ে পালিয়ে যাবে; আমি দাঁড়িয়ে থেকে কুও ফেলা দেখ্‌ব।

লু-বা। রাজা আস্‌তে পাল্লে না? পার্ব্বে কেন? ও কি দুঃখে মর্‌বে, মর্‌বে মর্‌বে। দেখ্ দেখ্ ঐ আস্‌ছে তোর সতিন, সতিন ছেলে।

লু। বাপ, তুই সরে যা; তোর কাপড় বড় খারাপ।

লু-বা। আমি যাচ্ছি! বাঃ—তুই খুব চামারণী। গোরু বিষ খেয়ে যেমন হয়, ঐ দেখ্ তোর সতিন অম্নি হ'য়েছে। দেখ্ আমার গলা শোন্ খানিক তোর সতীনের বুক চাপড়ান দেখ্ তার পর ওকে বি কুওয় ফেলে দে; আপদ চুকে যাক।

সু। না বাপ, ও বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌বে আমি দেখ্‌ব; না খেয়ে মর্‌তে চায়, জোর করে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌ব; ওর বুক্ চাপড়ান দেখে আমার কলিজা ঠাণ্ডা হবে।

সু-বা। আরে, মা ওকে বি ফেলে দে, আপদ্ চুকে যাক্।

সু। না, তুই যা।

সু-বা। শুনবি নি ঝাড়ুখাকি? পাছে পস্তাবি।

সু। পস্তাই, পস্তাব; যা।

সু-বা। বেটী চামার আছে কি না।

প্রস্থান।

ইচ্ছা, পূর্ণ, ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

সু। কেমন নাগিনী, কেমন, কেমন রে বর্ব্বর আপনার আচরণ মনে পড়ে কি?

ই। পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর পায়';
চলে যাই, থাক রে কল্যাণে,
দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ শুন সুলোচনে,—
সুকুমার শীঘ্র পাবে কোলে
পতি পুত্র ল'য়ে সুখে থাকিবে সুন্দরী।

সু। সতিনীর আঁখিবারি – অমৃতের ধার!
মাতা তোর লোটে পায়' দেখ্ দুরাচার,
আপনি হারাবি এই অন্ধ কূপে প্রাণ
ঠাকুরাণীসনে বাদ আরে রে অজ্ঞান?

পূ। ধৈর্য্য ধর জননি আমার,
নহে মোর অধৈর্য্য হইবে প্রাণ;
মৃত্যুকালে সন্তানের কর গো কল্যাণ,

উপেক্ষনা কর মা নন্দনে,—
যেন,
চরমসময়ে নাহি নত হয় মন ;
যেন,
ঈশ্বর মঙ্গলময় রহে মা স্মরণ।
মাতা,
বিদায় মাগি গো পদে জন্মের মতন,
রাজাদেশ, অনুচর, কর রে পালন।

ই। ওরে আগে বধ আমার জীবন

পূ। কোথায় মঙ্গলময়, হও হে উদয়,
চরমসময়ে যেন না স্পর্শে সংশয়!

রক্ষকগণ কর্ত্তৃক পূর্ণকে কূপে নিক্ষেপ।

ই। যাই পুত্র, যাই তোর সাথে।

স। সাবধান অনুচর।
রাজার আদেশ নাহি রাণীরে বধিতে

ই। হা পুত্র! হা নয়নের নিধি!
হে শঙ্কর, কি হ'ল আমার?

মূর্চ্ছা।

স। ল'য়ে চল রাজপুরে।
হবে উন্মাদিনী, রবে উন্মাদ-আগারে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যমধ্যে কূপপার্শ্ব।

গোরক্ষনাথ, সেবাদাস, শিষ্যগণ।

কেদারা—কাওয়ালি।

জয় পরমেশ্বর পরম ভিখারি।

ব্রহ্মেরুগুরু, যোগ-আচারি॥

ভক্তহৃদ আলয়, বসন দিশাচয়,

ভীত নিরাশ্রয় ভবভয়হারি॥

হর করুণাকর, বরদা, ভয়ঙ্কর,

মদনমানহর, শিব, শুভকারি

সে। গুরুদেব!

কোথা সাধূত্তম—কত দিনে হবে মম সফল জনম?

পাপ তাপ ভস্ম হবে সাধুর সেবায়,

ঘুচে যাবে এ' ভব-যন্ত্রণা,

পূর্ণ হবে মনের বাসনা,
সিদ্ধার্থ হইবে লাভ তব কৃপাবলে ?

গো। সাধুজন-দরশন পা'বে এই স্থানে ;
জনমে যাহার,
ধরামাঝে যোগধর্ম্ম করিতে প্রচার
শিব-অংশে মহা শৈব জ্যোতির্ম্ময় রূপ !
কূপ হ'তে তোল বারি পিপাসিত আমি।

সেবাদাসের জল আনিতে গমন।

১ম শি। হেন জন কেবা ?

২য় শি। গুরুর আশ্চর্য্য লীলা কহিব কেমনে ?

গো। একি !
আছে কি হিংস্রক জন্তু কূপের ভিতর ?
না—রজ্জু যেন করেছে ধারণ.
ছাড় ছাড়, কেবা কেবা কূপের ভিতর ?
যে হও, সে হও, হিত যদি চাও—
ত্যজ রজ্জু, বারি লই আমি,
পিপাসিত গুরুদেব ;
প্রেত, ভূত, ব্রহ্ম-দৈত্য, বেতাল, ভৈরব,
টুটিবে গৌরব যদি রোষেণ শ্রীগুরু।

কূপ মধ্য হইতে। আমি অভাজন,
ভাগ্যদোষে কূপে নিমগন ;
দয়াময়, এ বিপদে করহ উদ্ধার,
ঈশ্বরের প্রতিনিধি তুমি ধরণীতে
রক্ষিতে এ অধমের প্রাণ।

গো। কি ও সেবাদাস ?

সে। কূপ মধ্যে রজ্জু কেবা করেছে ধারণ;
কহে, আমি অভাজন পতিত এ কূপে।

গো। শীঘ্র তারে করহ উদ্ধার।

সকলের কূপের নিকট গমন।

সে। কে বা কূপমধ্যে ?
রজ্জু লয়ে বাঁধ কটিদেশ,
ওঠাই তোমায়। (কূপ হইতে উত্তোলন)।

গো। মূর্চ্ছা প্রায়—কর শুশ্রূষা ইহার;
পরিচ্ছদে জ্ঞান হয় নৃপতিনন্দন;
হিম অঙ্গ, অতি ধীরে বহিছে ধমনী,
উষ্ণ কর কলেবর অনল-উত্তাপে;
অদূরে পাইবে এক সাধুর আশ্রম,
যতনে মুমূর্ষু লয়ে রাখ সে আগারে;
অনল-সেবায় উষ্ণ হ'লে কলেবর
এ ভস্মকণিকা দিও করিতে ধারণ,
পূর্ব্বমত হবে বল ঔষধের গুণে;
অপরাহ্ণে আমি যাব তথা।
সেবাদাস,
বটবৃক্ষমূলে; ঐ উদ্ভিতের মূল,
করহ সঞ্চয়, উহা অতীব দুর্ল্লভ;
যার প্রয়োজনে,
দেখা হবে সাধুর আশ্রমে।

সেবাদাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সে। এমন ত উদ্ভিদ্ কখনও দেখি নি! এর মূলে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; না, আমার আর কৌতূহলে প্রয়োজন নাই; একবার বিষ শিক্ষা ক'রে আমি কামপরবশ হ'য়ে চামারকে বিষ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি; না জানি, তার দ্বারা কত গোহত্যা হচ্ছে! আমি সে পাপের অধিকারী; গুরুর কৃপা ব্যতীত না জানি, আমার দশা কি হ'ত।

দামোদরের প্রবেশ।

দা। বস্ বাবা—পেজপয়জার দুই, টাকা কটার ত জমাদার শালা আদ্ধেক বখ্‌রা নিলে তার অদ্ধেক পাঁড়েজীর; বাকী কটা থাক্‌লে ত বছর দুই চল্‌ত, তাও ত চোরের পেট ভরালেম্ এবেশে ত ভিক্ষা পাব না—এখন উপায়? এখন পাঁড়েজী কি রামসিংজী হওয়া যাক্, উদর চালান ত চাই,—বাপ্ বাবা হদ্দ নাকাল্, হাড়ীর্ হাল্; বেটীরা জটা মুড়িয়ে বাঁদরনাচ্ নাচালে, বেটীদের শোধ দিই কি ক'রে; খুন কর্‌লে ত ফুরিয়ে গেল! আর বেটীকে দেখ্‌লে জড়সড় হ'য়ে যাই, হাত ত উঠ্‌বে না।

সে। এ কেও দামোদর না কি?

দা। (স্বগতঃ) এই রে সেবা শালা।

সে। দামোদর, তোমার এমন দশা কেন?

দা। কে তুমি, কাকে কি বল্‌ছ?—আমি রামসিংজী।

সে। তুমি পাগল হয়েছ না কি? গলা চেপে কথা কচ্ছ কেন? আমি চিন্তে পেরেছি।

দা। চিনেছ, বেশ করেছ; হয়, আমি সরে পড়ি—নয়, তুমি সরে পড়।

সে। একি, তুমি জটা মুড়ালে কেন ?

দা। তোর বাবার কি—আমি যদি ছেঁড়াচুল গুণ না বই ? জটা মুড়ালে কেন, পাল্লাটী কেমন ?

সে। দামোদর, ভাই, কি হয়েছে, আমায় বল ; আমায় না বল, যদি, কোন দুষ্কর্ম্ম করে থাক—গুরুদেবের চরণে স্মরণাগত হও তিনি করুণাময়, তোমায় কৃপা করিবেন। দেখ, আমিও কোন দুশ্চরিত্রাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে জটা মুড়িয়ে ছিলুম—আরও কত দুষ্কর্ম্ম করেছি ; কিন্তু কৃপাময় আমায় মার্জ্জনা করেছেন।

দা। তুমি কি সুন্দরীর পাল্লায় পড়েছিলে না কি ?

সে। পৃথিবীতে সুন্দরীই প্রধান মায়া।

দা। তোমায় সিন্দুর মাখিয়ে ছিল ?

সে। সে অশেষ লাঞ্ছনা, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ।

দা। তবে, আমার মতন বাঁদর নাচ টাচ্ সব তোমার হয়ে গিয়েছে ?

সে। তোমা অপেক্ষা অধিক।

দা। তোমায় কি ভল্লুক সাজিয়েছিল না কি ?

সে। সে কথা আর কেন ? দুর্ম্মতির দুরবস্থা ত দেখে শিখছ ; এখন চল প্রভুর স্মরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

দা। বলি সেবাদাস, তুমি না গুরুর কাছে কতক গুলো অঙ্গ শিখেছিলে ?

সে। দুর্ম্মতি বশতঃ শিখেছিলুম।

দা। দেখ ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় যদি একটা অঙ্গ বাতলে দাও। আমি বেশি চাই নি, শুধু মাগী-বশকরা

অষুধটী আমায় শিখিয়ে দাও; বেটীকে একবার কুকুরের মতন পেছনে পেছনে ঘোরাই।

সে। ছিঃ,—তোমার এখনো দুর্ম্মতি—এত লাঞ্ছনায়ও শিক্ষা হয় নি?

দা। সেবাদাস, তুমি আমার বাবা এই উপকারটী কর ভাই; আজন্মকাল তোমার চেলা হ'য়ে আমি থাক্‌ব। দেখ বড় দাগা দিয়েছে—বড় দাগা দিয়েছে: না শিখাও একটা সিন্দুর পড়ে আমার মাথায় লাগিয়ে দাও।

সে। যাও, তোমার সঙ্গে পাপ বৃদ্ধি হয়।

দা। ওঃ—ব্যাটার বড় ভলা যেন বালাখানা—হুকুম হ'চ্চে যাও; অমন সন্ন্যাসীগিরি আমি ষোলবছর ক'রেছি—নে আমার কাছে বুজরুকি না।

সে। পাপ সঙ্গ উচিত নয়, তবে আমিই যাই।

দা। যাও কেন—বেটীর ঢের টাকা, তোমায় অর্দ্ধেক বখরা দিব—তোমার পায়ে পড়ি, সেবাদাস, আমায় ধুলোপড়া ধুলোপড়া একটা দিয়ে যাও।

সে। এর দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ উপস্থিত,—কোন প্রকারে এরে গুরুদেবের কাছে ল'য়ে গেলে এর উপায় হয়।

দা। ভাবছ কি, মনটা একটু নরমেছে? মনে কচ্ছ আমি ফাঁকি দিব, আমি সে মানুষ নই।

সে। দেখ, তুমি গুরুদেবের কাছে চল—অষুধ চাও, যা চাও মনে করলে তিনি দিতে পার্‌বেন।

দা। গুরুদেবের কি ব্যবস্থা হবে জান, সপ্তাহ এক গণ্ডুষ জল আর তুলসী পত্র ভক্ষণ; তাতে যদি টিকে যাই

তবে তিনি মুখ দেখবেন; তুমিই আমার গুরু তুমি যা হয় একটা কর।

সে। আমি কি করব—আমি ত অষুধ জানি নি।

দা। দিবে না?

সে। জানি নি ব'ল্‌ছি যে।

দা। তবে যাও আমি যা জানি করব।

সে। কি করবে?

দা। কি করব জানলে আর তোমার মতন পাষণ্ডের পায় ধরি? ভাল কথা—এর এক শোধ আছে—বাবার বাবা আছেই; বেটীর বাবা একদিন না এক দিন জুট্‌বে, আজ না হয় কাল হয়, এক দিন কেউ না কেউ পিরীতের লোক হবেই—বেশ বেশ বেটীর সাম্‌নে সেই ব্যাটাকে খুন করব! যা শালা তোর অষুধ ডিপেয় ভ'রে বাপ্‌গে যা—আমি পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি।

প্রস্থান।

সে। উঃ পাপের কি ভীষণ নিম্ন গতি—গুরুদেব, তুমিই রক্ষা কর্ত্তা।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জনৈক সাধুর আশ্রম।

পূর্ণ ও গোরক্ষনাথ।

পূ। প্রাণদাতা, ভয়ত্রাতা পিতা তুমি মম,
কৃপায় নেহারি পুনঃ শ্যামলা মেদিনী
শুনি ধীর সমীরণ-ধ্বনি ;
শুনি পুনঃ বিহঙ্গের আনন্দ নিনাদ ;
হেরি, দেব, উজ্জ্বল তপন—
চন্দ্রমাতারকামালাভূষিত গগন,
পিতৃস্নেহে জন্মাবধি বঞ্চিত অধম—
পুত্র বলে পদতলে রাখ দয়াময় !

গো। শুন বৎস ! চল পুনঃ রাজার সদন
জানি বিবরণ, যাহা করিয়া শ্রবণ
এখনি বধিবে সেই পাপিষ্ঠার প্রাণ।
পুনঃ স্নেহে সিংহাসনে বসাবে তোমায়—
জননী তোমার পুনঃ হবে রাজরাণী ;
আমার আজ্ঞায় তোরে আদরে রাখিবে,
নাহি ভয় মম বাক্য অন্যথা নহিবে।

পূ। শুনেছি কাহিনী, দেব, জননীর মুখে
সন্ন্যাসীর বরে মম জনম ধরায়,
বরপুত্র সন্ন্যাসীর—সন্ন্যাসীতনয়,
পাইয়াছি পরম সন্ন্যাসী দয়াময় ?
চরণরাজীবরাজে লয়েছি আশ্রয় ;
কমলনয়ন, হও কিঙ্করে সদয় !

গো। শুন বৎস ! পিতৃরাজ্যে যদি তব ঘৃণা,

সন্নিধানে আছে রাজ্য নৃপতিবিহীন—
যথা প্রজাগণ মম মানিবে বচন,
যতনে বসাবে তোরে সিংহাসনোপরে,
দিব তোর জননীরে আনি—
মাতা পুত্রে সুখে বাস কর চিরদিন!

পূ। ক্ষম দাসে, দেব,
দুরন্ত সংসার—তথা না পশিব আর
তব পদ সার এ জীবনে;
যদি, প্রভু, আশ্রিত এ সুতে
নাহি লও সাথে,
পশিয়া বিজনে মুদিত নয়নে
মগ্ন রব শ্রীচরণধ্যানে,
অনাহারে দিব ছার প্রাণ বিসর্জন।

গো। শুন বৎস!
কঠিন এ সন্ন্যাস-আশ্রম।
তুমি আজীবন যতনে লালিত,
এ কঠিন ব্রত কেমনে পালিবে বল?
আজীবন ক্ষীর সর নবনী ভোজন,
দারুণ আসন, কভু অর্দ্ধাসন,
অনশনে যাবে কভু,
সপ্তাহ কাটিবে কভু বারিবিন্দুপানে।
শীত, গ্রীষ্ম, ভীষণ তাড়ন,
ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর বারি বরিষণ
অকাতরে সহিতে হইবে।

বিহীনসম্বল, শয্যা—ধরাতল,—
বসন—বল্কল,
আচ্ছাদন—বিভূতি কেবল,—
কাঞ্চন শরীরে, বৎস, সহিবে কেমনে?
যোগাভ্যাস বিজন কাননে,
ভীষণ গর্জ্জনে
ফিরে যথা দুরন্ত শ্বাপদ,
কোটী কোটী মশকদংশন—
মনোস্থির রবে কি তোমার?
তাই বলি—এই পন্থা কর পরিহার
মম বরে হবে তোর সুখের সংসার,
নরমাঝে নরশ্রেষ্ঠ হইবে সুধীর।
অস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা দিব আমি তোরে
আনন্দে হরিবে দিন দারাপুত্রসনে

পূ। বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, ধন, রাজ্যের শাসন
নাহি আকিঞ্চন;
নাহি, নাহি দারাপুত্রসাধ।
তুমি পিতা, তুমি ভ্রাতা, বিধাতা আমার।
তব সেবা ভিন্ন অন্য নাহিক কামনা,
জীবনসর্ব্বস্ব তব শ্রীপদ-অম্বুজ।
এক দিন পশিয়া সংসারে—
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে,
সুখ, দুঃখসম-হেয়
সুখে দুঃখে সম দিলে মন,

ভ্রান্ত নর হয় বিস্মরণ;
মঙ্গল-আলয় সেই বিভু সনাতন.
জেনেছি—বুঝেছি দেব; করিয়াছি সার
জগতে আরাধ্য গুরু চরণ তোমার।

গো। তাপিত জননী তোর শত্রুর আগারে,
ভাব মনে রবে কি দশায়—
তোমাহারা পাগলিনীপারা,
অভাগিনী না জানি কেমনে হরে কাল!

পূ। কৃপাপরবশ হ'য়ে যেই যোগীবর
পুত্রবর দিলেন মাতায়,
প্রভু, ক্ষমা কর—অজ্ঞান তনয়,
জ্ঞান হয় তুমি, দেব, সেই মহাজন
নহে, কেন প্রাণ মন বার বার বলে
"চরণকমলে নে রে আশ্রয়, অধম";—
তব বাক্যে যদি তাঁর মতি নাহি টলে,
'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—না হয় সংশয়,
যাবে দিন জননীর পরম সন্তোষে
শান্তির আগার হবে হৃদয় তাঁহার;
কিন্তু, যদি টলে মন, জন্মায় সংশয়
কোন্ কাজে আসিবে এ অধম তনয়?
বরঞ্চ দুঃখের ভার বৃদ্ধি তাঁর হবে.
গুরুবাক্য সার যার শান্তি সেই লবে।

গো। বিহনে সাধন, বৎস, তুমি যোগীবর,
যোগীশ্বর শঙ্করের কৃপা তোর'পরে;

যত অনুষ্ঠান, যোগ, যাগ ধ্যান,
নিশ্চয় আত্মিকা বুদ্ধি লাভের কারণ;
সে নিশ্চিত্ জন্মেছে তোমার
বাক্যে তব হয় ভ্রম দূর;
শিক্ষা, দীক্ষা অতিক্রম করেছ সহজে।
শিবপদাম্বুজে চিত্ত রহুক তোমার,
কর নির্জ্জনে আশ্রম
হর কাল হর-আরাধনে।

পূ। গুরুদেব!
তুমি দিগম্বর শশাঙ্কশেখর
ব্রহ্মা বিষ্ণু, তুমি সনাতন,
তুমি জল, স্থল, অনিল অনল,
তুমি আদি অনাদি পুরুষ;
বাঞ্ছা মাত্র তব শ্রীচরণ।
তব সেবা করি আকিঞ্চন,
বঞ্চিত জনমাবধি জনকসেবায়—
নিত্য ঢালি' পুষ্পাঞ্জলি তব শ্রীচরণে
সে বাসনা করিব পূরণ;
বিড়ম্বনা করো না হে, তনয়ে তোমার
অধিকার দেহ, প্রভু, গুরুর সেবায়।

গো। শুন, বৎস, আছে মম পণ
সেবা যার করিব গ্রহণ—
ভাল মন্দ যবে যা বলিব,
তখনি সে করিবে পালন।

কহি যদি করিবারে কুৎসিৎ আচার,
না করি' বিচার
তখনি সে করিবে স্বীকার;
এ নিয়মে যদি, বৎস, ওঠে তোর মন
সেবায় নিযুক্ত রহ আমার সদন।

পূ। বল দিও, গুরুদেব, ধরি শ্রীচরণ,
পারি যেন তব আজ্ঞা করিতে পালন।
নিজ বলে বলহীন, দীন নরাধম
কেবল ভরসা তুমি পতিতপাবন।

গো। দণ্ড ধর—ধর বাঘাম্বর,
ভস্ম-আচ্ছাদিত কর হেমকলেবর।
আজি হ'তে তব সেবা করিনু গ্রহণ,
নবীন সন্ন্যাসী ল'য়ে করহ গমন।
সুন্দরার পুরে পাবে মম দরশন।

জনৈক শিষ্যের সহিত পূর্ণের প্রস্থান।

সেবাদাসের প্রবেশ।

সেবাদাস, বিলম্ব তোমার কি কারণ?

সে। আসিয়াছি কিছু অগ্রে,—ছিলাম কুটীরে
প্রভু, দেখা হ'ল দামোদরসনে।

গো। পশ্চাৎ শুনিব বিবরণ;
সে অতি দুর্জ্জন
কদাচ না কর সঙ্গ তার;
বিপাকে ঠেকিবে যদি বাক্য কর হেলা।
পেয়েছ কি সাধু-দরশন—

ওই নবীন সন্ন্যাসী
অন্ধকূপ হ'তে যারে করিলে উদ্ধার?

সে। রাজার নন্দন ছিল সংসারমাঝারে,
সাধূত্তম কেমনে হইল সেই জন?

গো। সংশয় না কর, বৎস, আমার বচন;
কিছু দিন রহ ওই মহাজনসনে
বুঝিবে সকল বিবরণ
বিনা দোষে নিক্ষিপ্ত হইল অন্ধকূপে;
তথাপি হৃদয়ে দৃঢ় রাখিলা বিশ্বাস,
'ঈশ্বর মঙ্গলময় করুণাআলয়'
বহু পুণ্যে হয়, বৎস, হেন জ্ঞানোদয়;
হের—
কাঞ্চনকিরীটী ঊষা সমাগত প্রায়;
এস করি শিবগুণগান।

শিষ্যগণ। ভৈঁরো—একতালা।

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর।
অনন্ত তুষারে যেন অনন্তশেখর॥
প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষরাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্ম সাজে, ঢাকে কলেবর।
শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক নাহি দুই আর প্রকৃতি নিথর॥
কাল দগ্ধ বর্ত্তমানে, বোম্ কেশ ব্যোম্ পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ মহেশ্বর॥

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অতিথিশালা।

সুন্দরা ও সারী।

সা। আহা, এমন সুন্দর রাজকুমার এল, কে বিদায় করলে বল দেখি?

সু। কি লো, তোর মনে ধরেছে না কি?

সা। তা বাই বল ভাই—আমার খুব মনে ধরেছে।

সু। তবে তুই কেন তারে নে না!

সা। পদ্মের সাধ ত ভাই আর ঘেঁটুফুলে মিট্‌বে না;—আমি ত আর তোমার মতন মন ভুলাতে জানি নি।

সু। আয়, তোরে শিখিয়ে দিই আয় তুই যেন আমার নাগর প্রাণনাথ, তোমার চন্দ্রবয়ান দেখে আমার প্রাণ আন্‌চান্ করছে। দূর মড়া, কথা ক না—হৃদয়েশ্বর! বচনসুধা দান কর, আমি তৃষিত চাতকিনী নবঘন-দরশনে বারি-আশে এসেছি—প্রাণেশ্বর!—না ভাই, একলা হয় না, তুই অমনি বোবা হ'য়ে থাকবি?

সা। বলি তোমার রকম কি? সন্ন্যাসীর মাথা মুড়াও আমার কি নাক চুল কাটবে না কি? মিন্‌সে গুলোর অপরাধ দিব কি,—তোমার কথা শুন্‌লে আমারই প্রাণ কেমন ক'রে উঠে।

সু। আ মরি! রসের নাগরী লো; আমি কি তোমার নাগর যে প্রাণ শিউরে উঠ্‌ছে? ভাল ভাই—

সা। ভাল ভাই, তোমার এ কি পরখ্ করা? সন্ন্যাসী কি সকলেই কামজয়ী হয়েছে? তোমার রূপ দেখ্‌লে স্বয়ং মদন মুগ্ধ হয়, সন্ন্যাসী সত্যি হোগ, মিথ্যা হোগ, তোর এত পরখের দরকার কি ভাই?

সু। পরক্ কি? আমায় কি লোকের সঙ্গে কথা কইতে মানা করিস্?

সা। মানা করি—কেন লোকের সর্ব্বনাশ করিস্? সে সন্ন্যাসীটে এখনো তোমায় ভুলতে পারে নি, তোমার দেখা পাবে বলে বাড়ীর চারিদিকে দেখি বেড়াচ্ছে; তুমি জান না তোমার কটাক্ষে মদনের পঞ্চশর।

সু। মদন—মদন কি ক'রে?—পঞ্চশর, ফুলধনু, তনু জর জর? তুই যেমন, ও লোকের ন্যাকামো!

সা। যখন ফাঁদে পড়্‌বে তখন টের পাবে।

সু। ফাঁদে পড়্‌ব বই কি—ফাঁদে পড়্‌ব না! প্রাণ ত' আমার না কার? যে আপনার প্রাণ না স্থির কর্‌তে পারে, তার গালে আমি ঠোনা মারি।

সা। দেখিস্ লো এক দিন আমিও মার্‌ব।

সু। আচ্ছা, তখন ঠোনা মারিস্ এখন ত হাওয়ার মত ফুলে ফুলে বেড়িয়ে বেড়াই, কি লো কি লো গানটা কি লো?

সা ও সু। মিশ্র সিন্ধুড়া—কাশ্মিরী খ্যাম্‌টা।

ধরাত দেয় না হাওয়া ফুলে ফুলে চলে যায়।
একলা খেলে একলা চলে মন যেথা তার ধায়॥
হাওয়া কারুর কথা রাখে না, মন ছুটে ত একটু থাকে না,
ঊষার বরণ চাঁদের কিরণ গায়ে মাখে না;
এই ধীর জলে কমল দোলে এই নাচে লহর মাথায়॥

স্থ। বা বিবি জান্, হেঁরে আজ্ যে অতিথ' আসছে না?

সা। যে তোমার নাম বেরিয়েছে, বলে—

ছেলে ধরার ভয় হ'য়েছে কচ্চে লোকে কানাকানি।

ও পথে যেও না রে ও সোনার যাদুমণি॥

ওলো বল্‌তে না বল্‌তে ওই দেখ্ লো শীকার! ও কিলা অবাক্ হ'য়ে কি দেখ্‌ছিস্? কি লো তোর যে আর নিমিষ পড়ে না!

স্থ। সারি, সারি, কে ও নবীন সন্ন্যাসী?

সা। আ মর্ ভান্ কর্‌ছিস্ নাকি? আমার সঙ্গে আবার ভান্ কিসের লো? ওগো, আগে কাছে আসুক্ কথা শুনতে পাও তার পর বলিস এখন—চাঁদবদন, বিম্বাধর, চকোরনয়ন, তোর যে আর কি কি আছে—ছড়া কাটান্ এখন।

স্থ। সারি, সারি, এত দিনে আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হল: ঐ নবীন যোগী আমার প্রাণেশ্বর, আমি ওর দাসী: দেখ দেখ, দাঁড়িয়েছে দেখ: যোগীবর আপনার ধ্যানেই মগ্ন! সংসার দৃষ্টি শূন্য, আমি দেখেই পরাজয় স্বীকার ক'রেছি; সারি, আমার প্রাণপতির দর্শন পেয়েছি।

সা। আগে তোমার রূপ দেখে অমনি থাকে তবে ব'লো; চোখচকি হ'লে আবার ভাবনা বেরিয়ে পড়ে!

স্থ। সারি, সারি, এ বন-বিহঙ্গ আমার ধর্‌বার সাধ্য নাই; বোধ করি পুরে প্রবেশ কর'বেন না।

নে-প। কে আছ?—ভিক্ষা দাও।

স্থ। আহা, বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি! সারি, এ দিকে ডাক।

সা। যোগীবর, এ দিকে আসুন।

নে। আমি তরুতল বাসী,—পুরে প্রবেশ নিষেধ।

সু। সারি, বল এ অতিথ'শালা।

সা। এ অতিথ'শালা—কারুর বাসস্থান নয়।

পূর্ণের প্রবেশ।

পূ। একি সাধ্বী সুন্দরাদেবীর অতিথ'শালা?

সা। হ্যাঁ।

পূ। কৃপা ক'রে দেবীকে ডেকে দিন্ আমি তাঁর হস্তে ভিক্ষা ল'ব; নারীকুলে তিনি ধন্যা; গুরুদেব আমায় তাঁর হস্তে ভিক্ষা নিতে আদেশ দিয়াছেন; তিনি গোরক্ষনাথের কৃপাভাজন—আমি তাঁর চরণোদ্দেশে প্রণাম করি।

সু। ছি! ছি! যোগীবর, করেন কি? দাসীর নাম সুন্দরা।

পূ। আপনি পুণ্যবতী; আপনার চরণকৃপায় আমি গুরুদেবের সেবা কর্‌ব—ভিক্ষা দিন্।

সুন্দরার ভিক্ষা প্রদান ও পূর্ণের প্রস্থান।

সু। দেখ্ সারি, সত্য মিথ্যা বোঝ্, যেমন এই প্রস্তরখণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লে না, তেমনি আমার প্রতি ও দৃষ্টিপাত করলে না।

সা। তাই ত! আর কিছু নয়, রোদে ঘুরে ঘুরে গাঁজা খেয়ে ভোঁম্ হ'য়ে আছে, অত ঠাওর করে নি।

সু। না, সারি, তুমি বোঝ না; আমি যোগীর লক্ষণ পড়েছি সে সমস্ত লক্ষণ এই নবীন সন্ন্যাসীতে বিরাজমান: উচ্চ-ধ্যান, শূন্য-দৃষ্টি প্রকাশ করছে—হৃদয়ে ঈশ্বরপদ বিরাজিত, তথায় আমার ন্যায় তৃণের স্থান নাই।

সা। আ মরি! ঐ দেখ আবার আস্‌ছে।

দারুণ রূপের ফাঁদে, রবিশশী প'ড়ে কাঁদে,

গতিহীন হয় সমীরণ।

উথলে সাগর জল, ঢ'লে পড়ে হিমাচল,

বাঁধাপড়ে আপনি মদন।

কি সন্ন্যাসী ঠাকুর, আবার ফিরে এলে যে?

পূর্ণের পুনঃ প্রবেশ।

পূ। দেখুন সুন্দরাদেবী, আমি সন্ন্যাসধর্ম্মের নিয়ম জানিনি,—আমি আপনার মণিমুক্তা গ্রহণ ক'রে গুরুদেবের নিকট অপরাধী হয়েছি; গুরুদেব ভোজ্যবস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আপনার মণিকাঞ্চন গ্রহণ করুন—কৃপাক'রে কিঞ্চিৎ ভোজ্য সামগ্রী আমায় দান করুন।

সু। আপনার গুরুদেব কোথায় অবস্থিতি কর্‌ছেন?

পূ। তিনি অদূরে বট বৃক্ষমূলে বিশ্রাম ক'রছেন; কৃপাক'রে আমায় ভোজ্য-সামগ্রী দিন—গুরুসেবার সময় অতীত হ'চ্চে।

সু। আপনি কৃপাক'রে আমার পুরে আসুন—যত ইচ্ছা ভোজ্য সামগ্রী ল'য়ে যান।

পূ। দেবী, সন্ন্যাসীর পুরীপ্রবেশ নিষেধ।

সু। কৃপাক'রে পদার্পণে পুরী পবিত্র করুন।

পূ। যথায় আপনার আবাস সেই স্থানই পবিত্র; যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ যখন আপনার নিকট ভিক্ষার্থে পাঠিয়েছেন আপনি সামান্যা নন; কিন্তু, কৃপাক'রে মার্জ্জনা করুন পুরী প্রবেশে সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ হয়।

সু। আমার পুরীর দ্বারে আসুন আমি খাদ্য দ্রব্য ল'য়ে প্রভু গোরক্ষনাথ-দর্শনে যাব।

পূ। আপনি অতি পুণ্যবতী, প্রভুর দর্শনে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

সু। যোগীবর, সত্য কি মনস্কামনা পূর্ণ হবে? দেখ মিথ্যা আশ্বাস দিও না।

পূ। দেবী, উঠুন; আমি প্রভুর দাসানুদাস—আমায় এত বিনয় কেন? আপনি ঈশ্বর-দর্শনে যাবেন, আপনার অবশ্যই শান্তিলাভ হবে।

সু। আমি শান্তি চাই নি, স্বর্গ চাই নি, মোক্ষ চাই নি, হে নবীন সন্ন্যাসী, বল, আমি যা প্রার্থী তা পাব?

পূ। কল্পতরুপদে যা যাচিঞা করবেন তাই পাবেন।

সু। প্রভু গোরক্ষনাথ, দেখো যেন তোমার শিষ্যের বাক্য মিথ্যা না হয়।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

গোরক্ষনাথ।

গো। শুন শিষ্যগণ
প্রত্যক্ষ দেখিবা কিবা পরীক্ষা কঠিন;
সুন্দরা সুন্দরী
বিধাতার নির্জ্জনে গঠন;

কলেবরে ঋতুরাজ যেন বিরাজিত ;
মদন ধরিয়া ধনু নয়নে প্রহরী ;
হেরি' কেশ দাম
অভিমানে ঝরে কাদম্বিনী ;
বরণ প্রভাবে চঞ্চলা দামিনী ;
সহ সহচরী নিতম্বে প্রহরী রতি ;
নেহার অদূরে কিবা বিধাতার ফাঁদ
মনে মনে বুঝ এবে যত শক্তি যার।

সুন্দরা সারি ও পূর্ণের প্রবেশ।

সু। ধর প্রভু, অধিনীর উপহার ;
ওহে যোগীবর, ওহে বাঘাম্বর,
ত্রিপুরারি নরকলেবরে,
আমি অভাগিনী স্তুতি নাহি জানি,
নিজগুণে কৃপাকর করুণানিদান ;
পূজা ধর আশুতোষ জটাধারী ;
কর দয়া,—কিঙ্করী তোমার।

গো। বিনয় বচনে তুষ্ট হয়েছি কল্যাণি ;
হোক তব অভীষ্ট পূরণ
চাহ বর, সুকেশিনী, যে বা তব মন
যাহা চাহ মম বরে হবে সংপূরণ।

সু। কিবা নাহি জান, প্রভু, অন্তর্যামী তুমি ;
সরমে জড়িত জিহ্বা বচন না সরে,
বুঝ মর্ম্ম হে মনোজ্ঞ, বিভূতিভূষণ,
বড় আশে লয়েছি হে চরণে স্মরণ ;

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছু নাহি চাই,
মনোমত ভিক্ষা দেহ দাসীরে, গোঁসাই,
অবলায়' রাখ পায়' ঘুচাও বিষাদ—
দেহ হৃদয়ের চাঁদ—পূর্ণ কর সাধ ;
অভিলাষী দাসী—তব নবীন সন্ন্যাসী
মম প্রাণেশ্বর, আমি পদে চিরদাসী ।

গো । দিলাম তোমারে তব যে বা অভিলাষ ;
ল'য়ে যাও সন্ন্যাসীরে,
যাও যোগী, দাসীর সহিত—
অঙ্গীকার রক্ষা কর মোর ।

সু । যেন রহে পদে মতি, নাহি জন্মে ভ্রম ।

সু । কল্পতরুপদে মম পূর্ণ মনস্কাম ।

পূ । অনন্ত ত্যজিলি হায় কি কি তরে বাম ;

(সুন্দরা দাসি ও পূর্ণের প্রস্থান ।)

সে । প্রভু, একি লীলা তব ?
পাপ-ইচ্ছা পুরাইতে চাহিল পাপিনী ;
অর্পিলেন নবীন যোগীরে তার করে ?

গো । পরীক্ষায় হয় পার সেই শ্রেষ্ঠ যোগী,
যার অঙ্গে নাহি বিন্ধে অঙ্গনা-নয়ন,
কাঞ্চনে না টলে যার মন ;
সুযোগে আসক্তি যারে টলাইতে নারে, সেই নরোত্তম ;
তার সাজে সন্ন্যাসআশ্রম ;
হেন সাধু লভিলে জনম

পবিত্র এ বসুমতি;

পরীক্ষা করিয়া লব ভক্তেরে আমার।

শিষ্যগণ। মধুমাধব—চৌতাল।

ঘোর গভীর বিষাণ বাজে।

বিভূতি-ছাদিত ধূর্জ্জটি সাজে॥

জ্বালা উজ্জ্বল, ভাল বিভাসিত,

ভুজঙ্গমালা গলে বিলম্বিত;

ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত,

মন্দিরা ঢলঢল, ত্রিনয়ন-উৎপল,

ডমরু ডিমিডিমি জলধর গাজে॥

গো। চল, মম কার্য্য পূর্ণ হয়েছে নগরে,

চলহ সত্বর পূজা করি দিগম্বরে।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

সারি ও সেবাদাস।

সে। বল কি? তুমি যে আমায় আশ্চর্য্য কর্লে; সুন্দরাকে দেখলে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হয়, আমরা ত যোগী! দৃষ্টিমাত্র আমাদের মনও বিচলিত হয়েছিল; গোরক্ষনাথের কি হয়েছিল জানিনি অন্য সকলে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

সা। কিন্তু, এ যোগীরাজের নিকট মদনের গর্ব্ব খর্ব্ব নারীর দর্প এঁর নিকট চলে না।

সে। আমি যে তোমায় বলে ছিলুম উত্তম উত্তম আহার দিও—

সা। তা কৈ তিনি গ্রহণ করেন কৈ? কোন দিন অনশন কোন দিন একটী ফল আহার।

সে। শিব পূজা ত নিত্য করে, তোমায় যে বলে দিলেম শিবের ভোগ নানাবিধ সামগ্রী দাও।

সা। তা ক'রে দেখেছি; প্রসাদ কণিকামাত্র ধারণ করেন, বাকী অতিথ' ফকিরদের দেন।

সে। অতিথ' ফকির কাছে আমাকে দাও কেন? তা হ'লে প্রসাদ ফেলতে পারবেন না।

সা। কেউ না থাকলে হোমকুণ্ডে ভস্ম ক'রে ফেলে; আপনি যদি অবলার প্রতি কৃপা ক'রেছেন—কোন রূপ উপায় করুন: আমার সখীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তি—দিন দিন কলায় কলায় ক্ষয় হ'চ্ছে; অধরে সে রাগ নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ নাই! এ দারুণ মনোভঙ্গে যে প্রাণ থাকে, এমন আমি বুঝি নাই; আহা! ঘোর বরিষায় সে বসন্তকোকিল নীরব; নয়ন-নীরদে ঘন বরিষণ; নিশ্বাস—প্রলয় পবন; 'আহা, উহু'—কঠোর বজ্রের নাদ! কৃপা ক'রে এ দুর্দ্দিন দূর করুন; ঠাকুর, এ যন্ত্রণা আর দেখা যায় না, আপনি যা চা'ন আপনাকে তাই দিব।

সে। আমি কিছুই চাই না; সুন্দরা সুখী হউক্—এই আমার অভিলাষ।

সা। ঠাকুর, সে দারুণ সন্ন্যাসী: বুঝি সুন্দরার সুখ এ জন্মের মতন বিদায় নিয়েছে।

সে। উপায় আছে।

সা। ঠাকুর, যদি উপায় করেন—কিনে রাখেন।

সে। তুমি স্ত্রীলোক; তোমায় ভয় হয়—পাছে, প্রকাশ কর!

সা। ঠাকুর, আমি শিবের মাথায় হাত দিয়ে বল্‌তে পারি আমি কখন প্রকাশ করব না।

সে। তোমাদের উপকারের জন্য আমি এত কচ্ছি; যদি প্রকাশ কর, তা হলে আমায় গুরু তাড়িয়ে দেবেন, লোকে ভণ্ড বল্‌বে। কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গেতে স্থান পাব' না; যা তোমায় দিব তা সন্ন্যাসীর স্পর্শ ক'র্‌তে নাই; সুধু তোমার বিনয়ে তোমায় আমি দিচ্ছি; দেখ' প্রকাশ করো না।

সা। ঠাকুর, প্রাণ থাকৃতে নয়।

সে। শেষ উপায় এই ; (দ্রব্য দেখান) কোন সুযোগে যদি সন্ন্যাসীকে এইদ্রব্য খাওয়াতে পার, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ তোমার সখীর পদে দাস হবে ; এর নাম সুরা।

সা। ঠাকুর ! এতে ত প্রাণের আশঙ্কা নাই ?

সে। না।

সা। এ খাওয়ালে কি হবে ?

সে। কর পান, দ্রব্য-গুণ হবে অবগত ;
অপার মহিমা, সুরা পাপসহচরী ;
উন্মাদ করিতে ধরা ধাতার সৃজন ;
ব্রহ্মা বুঝি সুরার সেবায়
ভ্রষ্টমতি—হেরে তনয়ায়,
দুহিতায় দিলে ধাতা প্রেম-আলিঙ্গন ;
পুরন্দর, শশধর, গুরুপত্নী হরে ;
শঙ্কর কোঁচের নারী রত !
সুরার সেবায়—
লোক ধর্ম্ম তখনি পলায়,
হয় ভূপতি ভিখারী,
অতি শান্ত নর, হত্যাকারী
বীর, ধীর,—ত্যজি' তরবারি
দাসত্ব শৃঙ্খল পরে ;
বিদ্যাবান্ হয় জ্ঞানহীন,
শিশু সম আচারে প্রবীণ,
জিতেন্দ্রিয় নারীর ইঙ্গিতে ফিরে,

যোগী যোগ ত্যজে কুক্কুরীকে ভজে,
ধরে নর পশুর প্রকৃতি !
মদিরা-মহিমা তুমি জান না জান না
লও সুরা, খাও সুরা, পূরিবে বাসনা।

সা। এ যদি বিফল হয় ?

সে। "ন হরি শঙ্করো ব্রহ্মা।" তা হলে আর উপায় নাই।

সা। দেখি, ঠাকুর, কি হয়।

সারীর প্রস্থান।

দামোদরের প্রবেশ।

দা। (স্বগতঃ) বলি, সেই বেটীর সেই বেটা না? সেবাদাসের সঙ্গে কি কচ্চে ? আহা, আহা, শুন্‌তে পেলেম না। (প্রকাশ্যে) বলি সেবাদাস মো, শুন না, শুন না।

সে। না পথ ছাড়।

দা। বলি অত রাগ কেন ? একটা কথাই শোন না। সে কেলে আলাপ তাই জিজ্ঞাসা করচি—কেমন আছ ? বলি, আমার মুখ দেখ্‌লে আর তোমার জাত যাবে না ? তুমিও তোমার গুরুদেবের কথা ভুলো না, আমিও তাঁর কথা কইব না, অন্য দু' একটা কথা কই এস না; দেখ, তোমরা ভাই কুলটে, আমাদের মাথা খাচ্চ; যার সঙ্গে একবার আলাপ হ'ল, তারে না দেখলে প্রাণটা কেমন করে।

সে। (স্বগতঃ) ভাল, দামোদরকে জিজ্ঞাসা করি—ও কেন চলে এল ?

দা। বলি, ভাবছ কি—ওই ছুঁড়ীটের, না এই ছুঁড়ীটের রূপের কথা ?

সে। আচ্ছা দামোদর, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি গুরুর কাছে থেকে চলে এলে কেন?

দা। কাজ কি ভাই ও কথায়? তুমি ব্যাজার হ'য়ে দৌড় মার্‌বে, তা'র চেয়ে অন্য কথা কও।

সে। না, তুমি বল না আমি শুন'ব আমার যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে; আর যা থাকুক বা না থাকুক, ওঁর পক্ষপাত আছে।

দা। বলি, কোন্‌টী নাই বল দেখি? ছেলেটী আছে, বলা আছে মানস পুত্র; লোককে কৃপা ক'রে ক্ষীর সর নবনী ভোজন টুকু আছে; কৃপা ক'রে শিষ্যদের দিয়ে পা টা টিপানি গুলি আছে!

সে। সে তুমি মিছা বল্‌ছ; উনি ত আর বলেন না; শিষ্যেরা পদ সেবা কর্‌তে চায়, তাই।

দা। আমিও ত বল্‌ছি, যে কৃপা ক'রে পা টা টেপান আছে; বলি, নাই কোন্‌টী—আমায় দেখাও!

সে। ভাল তুমি চলে এলে কেন?

দা। বলি, তুমি চলি চলি ক'র্‌ছ কেন?

সে। আমি চলি চলি করি নি; আমার মনে একটা সন্দেহ হ'য়েছে।

দা। আরে, ছি! ছি! গুরুদেবের প্রতি সংশয়! ও লীলা ও ত আর তুমি আমি নয়, ও লীলা, লীলা।

সে। তা ওঁর পক্ষপাত টুকু আছে।

দা। তা আছে, আমায় কাটই আর মারই।

সে। দেখ, একটা রাজার ছেলে তাকে পাত কুওয় ফেলে দিয়েছিল—

দা। হাঁ, হাঁ, হাঁ, শ্যালকোটের রাজার ছেলেকে ফেলে দিয়েছিল বটে, আমি শুনেছি।

সে। শুনেছ? আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয় সত্মাকে কি কিছু বলেছিল?

দা। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা আগে শুনি।

সে। আমি মনে ভাবি,—একছেলে, রাজা কি না বিচার করেই পাতকোওয় ফেলে দিলে!

দা। এই বোঝ পথে এস।

সে। দেখ, ভাই, সেই ব্যাটাকে পাত্‌কো থেকে তোলাগেল, তিনি হ'লেন সাধূত্তম, প্রভুর মানস পুত্র! আর আমরা এতদিন জটা রাখ্‌লেম, ভেস্তে গেলেম! তাঁর মণি কাঞ্চন ছোঁওয়ায় নিষেধ নাই, তাঁর গৃহস্থের বাড়ী যাওয়ার নিষেধ নাই, তাঁর মেয়ে মানুষের সহবাস ও নিষেধ নাই; আর আমাদের তরুতল—বাস, কাঞ্চন—লোষ্ট্রবৎ, পরদার—মাতৃবৎ!

দা। বলি, মানসপুত্র ত? ওঁর ও লীলা ওঁর ও লীলা!

সে। দেখ, ভাই, আমার সকল সহ্য হয়, কিন্তু, সে কাল্‌কার ছোঁড়া—তার যে সেবা কর্‌ব—তা ভাই বার্‌ব না।

দা। আমার কাছে অত হাত পা নাড়া কেন? আমি কি তোমায় মাথার দিব্যি দিচ্ছি 'সেবা কর, কর, কর'?

সে। দেখি আর দিন কতক।

দা। দেখ; তা'র পর যখন তোমার সমাধি হবে, নিশ্চিন্ত হইও; আমি তোমায় এক কথায় ব'লে দিই, আর ওঁর ঠেঁয়ে কিছু নাই; যে কয়টা আসন ছিল মেরে দেওয়া গিয়াছে।

মিছে কেন তলবি বওয়া ? তেমন একজন গুরু পাওয়া যায় ত দিনকতক শিষ্য হওয়া যাবে। যেমন পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে ভ্রমর যায়, তেমনি একজন গুরু হ'তে অপর গুরুতে শিষ্য যেতে পারে।

সে। না, না, যখন এত দিন আছি—তখন একটা শেষ না করে ছাড়ছিনি।

দা। হাঁ, যখন ডুবেছ তখন পাতাল দেখে ছেড় ; আমি বুঝেছি—শেষ করে না, শেষ হ'য়ে ছাড়ছ ; ও ছুঁড়ীটের সঙ্গে কি কথা কচ্ছিলে ?

সে। কোন্ ছুঁড়ী ?

দা। বলি ঐ যে যার সঙ্গে ফুশ্ ফুশ্ ক'র্‌ছিলে, বল না ?—আমি কি আর কেড়ে নিচ্ছি !'

সে। ঐ যার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম ? ও এক মাগী ; (স্বগতঃ) সুরা দিয়েছি, দেখেছে কি ? ব্যাটা ভারি গুলো, বলে বেড়াবে আমার ভারি নিন্দা হবে।

দা। বলি ভাবছ কেন, আমাদের সে কেলে আলাপ বল না ? আমি কি আর কারুকে বলতে যাচ্ছি !'

সে। তুমিও যেমন, ও আবার কে ? ওকে কি আর আমি চিনি ? আমি চল্লেম ভাই, গুরুর সেবার সময় উপস্থিত।

প্রস্থান।

দা। ঠিক ঠাক ; যা ভেবেছি তাই ; শালা, গুরুর সেবা ? আমি খপর রাখি নি ? গোরক্ষনাথ হেথা নাই তাকি আমি জানি নি? শালা ঐ সখিবেটীকে হাত্ করেছে। ওহো, শুনেছিলেম সুন্দরা গোরক্ষনাথের কোন্ চেলার পিরীতে

পড়েছে সে এই ব্যাটা; খুব ষণ্ডা যুণ্ডি আছে না; আমার ঠেয়ে সন্ধান পেয়ে শালা অসুধ করেছ; শুনেছি, কুকুরের মতন পেছনে পেছনে ছুটেছিল; অসুধ করেছে বৈকি। দেখি, যদি ঠিক ঠাক হয় ত ঐ শালাকে খুন; তবেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা —হয়। বেটী প্রাণের জ্বালায় যখন ছট্‌পট্‌ ক'রে কাঁদ্‌বে, আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাস্‌ব, তবে মনের জ্বালা মিট্‌বে! থাক্‌ বেটী! বাবা, দশদিন চোরের এক দিন সাধের!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুন্দরার বাটী।

সুন্দরা ও সারি।

সা। তুমি কোথা গিয়াছিলে?

সু। শিবের মন্দির মার্জ্জন করতে।

সা। কেন একি সক্? দশজন ব্রাহ্মণপত্নী ঐ কাজে রয়েছে।

সু। যোগীবরে সমর্পণ করেছি জীবন;
শুন, সখি, নহি আর রাণী
আমি হ'য়েছি যোগিনী;
নাহি অন্য জন—

একমাত্র আমি তাঁর দাসী—
কে করিবে পূজা আয়োজন,
মন্দির মার্জ্জন কুসুম-চয়ন ?
আসন-প্রস্তুত মম ভার।

সা। আহা!
কেন, সখি, হ'লি পাগলিনী ?
মরি, উন্মাদিনী, বিষাদ মগনা,
দিবানিশি রোদন করেছ সার!
মরি, মরি, চাঁদ মুখ মলিন নেহারি'
কিসে ধৈর্য্য ধরি ?—
কিঙ্করী গো তোমার সজনী।
আহা! বিধি এত তোর লিখেছিল ভালে ?
এল কত জন সুন্দর, সুধীর
রাজপুত্র; পদে ধরি' করিল রোদন;
ছি! ছি! একি বিধি-বিড়ম্বন—
মজিলি পাষাণ প্রাণ যোগীর প্রণয়ে!
না জানি, এ কেমন নির্দ্দয়,
বুঝি বিধি প্রস্তরে গড়িল;
নহে, কেমনে সে সহে,
কেমনে নেহারে,
দিন দিন বিগলিনী বিচক নলিনী ?

সু। সখি, সন্ন্যাসীর নাহি দোষ;
যবে মম প্রণয়-আশায়
ধরি' পায়' রাজপুত্র করিত রোদন

বিনয়বচনে—ঘৃণা হ'ত মনে;
ভাবিতাম—একি হীন প্রাণ!
হায়! তখনি না জানি—
মদনের দারুণ শাসন!
ফুলধনু প্রতিফল দিতেছে আমায়,
নাহিক উপায়;
এ জীবন রোদনে কাটাব;
দি'ছি স্থান যোগীবরে হৃদয়-আগারে,
তিনি মম স্বামী,
বঞ্চিব দিবস যামি' তাঁর ধ্যানে আমি।

স। শুন, সখি, আছে এক উপায় ইহার:
আমি
তোর তরে বিকল অন্তরে
দেবালয়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে,
অকস্মাৎ আসে তথা সন্ন্যাসী জনেক;
শুনিয়া বৃত্তান্ত সব সেই উদাসীন,
দ্রবিবারে যোগীর হৃদয়,
নানা মত কহিল উপায়;
গোপনে করিছ সে সকল,
কিন্তু, সব হইল বিফল;
পুনঃ আজি দেখা মম সন্ন্যাসীর সনে।

সু। কে সে সন্ন্যাসী?

স। পরিচয় নাহি দিল; কিন্তু, লয় মন,—
গোরক্ষনাথের কাছে করেছি দর্শন।

সু। অবশ্য এ ভণ্ড যোগী, কোন মূঢ় জন ;
নহে, কেন যোগভঙ্গ তার আকিঞ্চন ?
সা। না, না, তব দুঃখে দুঃখী হইল শুনিয়া কাহিনী।
সু। কি হইল, কহ মরে সবিশেষ বাণী।
সা। দিল মোরে এই দ্রব্য সেই জটাধারী
যাহে পুরুষের মন মুগ্ধ করে নারী ;
মদিরা ইহার নাম।
সু। দূরে করহ নিক্ষেপ ;
ভেবেছ কি মনে
পশু সনে করিয়াছি প্রণয়বাসনা ?
চাহি প্রাণে প্রাণ-বিনিময় !
নহে পশুক্রিয়া ;
ভাব কি, সজনী, মেষসম পতি করি সাধ ?—
ডোরে বাঁধা রবে, পাছে পাছে যাবে,
ফ্যাল্ ফ্যাল্ মুখ পানে চাবে ?
থাকিলে সে সাধ, পূর্ণ হ'ত এত দিনে।
আসি' কত জন পরিত বন্ধন ;
নহে পত্নী হতেম ঈশ্বরী।
আমি নারী, ভাগ্য হত নারী !
ছি ! ছি ! নারী হ'য়ে জান না নারীর প্রাণ ?
রমণীর সাধ—
মনে মনে, হৃদয়-আসনে,
সযতনে রাখিতে পতিরে ;
হৃদয় ঈশ্বর—

নিরন্তর তাঁর পদসেবা।
উচ্চ আশ নারী রাখে কি বা?
বারনারী যত্ন করি' চাহে প্রেমদাস।
যোগীবর আমার ঈশ্বর,
অভিলাষি তাঁ'হার চরণ।
চল, বুঝি হ'ল তাঁ'র পূজার সময়
গঙ্গাজল বিল্বদল যোগাবে কিঙ্করী।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেবালয়।

পূর্ণ আসীন।

পূ। হে গোরক্ষনাথ! যদি সাক্ষাৎ পূজায় দাসকে বঞ্চিত ক'রলেন—লিঙ্গ শরীরে আবির্ভাব হয়ে আমার পূজা গ্রহণ করুন; দিগম্বর, দাসকে বঞ্চিত করবেন না।

নম নম শশাঙ্কশেখর, নম বাঘাম্বর,
নম নম বৃষভবাহন।
নম গঙ্গাধর, নমস্তে শঙ্কর,
নম নম বিভূতিভূষণ॥

শিব, শম্ভু, হর, নম যোগীশ্বর,
নম নম মদন-শাসন।
রজত ভূধর, জগত ঈশ্বর,
ফণী ভূষা শবাসন॥
নমামি ঈশান, বাদন বিষাণ,
নীলকণ্ঠ নম নম।
অতি দীন দাস, পদে তব আশ,
দেখ' নাহি জন্মে ভ্রম॥

সুন্দরার প্রবেশ।

ক্ষমা কর পূজার সময়।

সু। বিল্বদল গঙ্গাজল আনিয়াছে দাসী।

পূ। আহা, অতীব সুন্দর মালা!
কেন রাখ? দেহ মোরে পূজা করি হরে।

সু। এক ভিক্ষা রাখ, যোগীবর।
যতনে কুসুম তুলি' গেঁথেছি এ' হার
ধর উপহার, পর গলে,
তৃপ্ত কর তৃষিত নয়ন।

পূ। জান না, জান না
কি শোভা পাইবে হার শঙ্করের গলে।
মাংস পিণ্ডোপরে
ফুলহারে কি শোভা হেরিবে?
শবোপরে ফুলের কি শোভা?
করে যারে পবন ব্যজন,
যাঁর তরে ভাতিছে তপন,

বনরাজি ধরে ফুল যার পূজাহেতু
যাঁর নাম ভবার্ণব-সেতু,
সেই অস্থিমালাগলে দেহ ফুলমালা;
না রহিবে বাসনা-জঞ্জাল,
নির্ম্মল অন্তরে
ফুলহারে হের দিগম্বরে।

মহাদেবকে ফুলহার দেওন।

সু। দেব, তুমি মম স্বামী,
দিগম্বরে নাহি জানি আমি,
তুমি পতি প্রাণেশ্বর মম;
ঠেল পায়', ক্ষতি নাহি তায়,
তব পদে রহিব কিঙ্করী।
মরিব তোমার নাম স্মরি,
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ, জীবনে জীবন
এক মাত্র তুমি, প্রভু! দাসীর ঈশ্বর।

পূ। সত্য যদি মনে মনে কিঙ্করী আমার,
ভিখারীর সনে যদি না কর কপট,
কেন তবে মজাইতে করেছ বাসনা?
বড় সাধে গুরুপদে সঁপেছি জীবন,
এ জীবনে গুরুদেব সর্ব্বস্ব আমার,
সেবায় তাঁহার কেন করেছ বঞ্চিত?
শুন সতি! সহধর্ম্মিণীর এই রীতি—
প্রাণপণে বাঞ্ছা করে পতির উন্নতি;—

যোগভ্রষ্ট কেন মোরে করিবারে চাও ?
বিদায় মাগি হে ভিখারীরে ভিক্ষা দাও।

সু। চাঁদ মুখে পত্নী ব'লে ডাক একবার—
জনম সফল, প্রভু, করহ আমার।

পূ। আমি যোগী, সংসারে বিরাগী,
ত্যজিয়াছি কামিনী কাঞ্চন ;
পেয়েছি গুরুর ঠাঁই নূতন জীবন,
গুরু বিনা এ সংসারে অন্য কেহ নাই,
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দারা, গুরু, বন্ধু, ভাই,
শুন সুলোচনা,
বুঝ না, বুঝ না, ইন্দ্রিয়-ছলনা—
অলীক সম্বন্ধ তুমি আন কি কারণ ?
দৈহিক রমণ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব কেবল,
আত্মায় আত্মায় আত্মিক রমণ !
সে রমণ না হয় ভঞ্জন,
গুরুপদে একত্রে মিলন,
আনন্দের লীলা অবিরাম ;
সঁপ মন শঙ্কর-চরণে,
এক আত্মা হ'ব দুই জনে ;
চিরদিন রবে,
সে মিলনে বিচ্ছেদ না হবে ;
করহ আত্মায় মন লয়
ভৌতিক সম্বন্ধ যত করি' পরিহার
হেরিবে পুরুষ সনে প্রকৃতি-বিহার ;

এক জ্ঞানে বহুজ্ঞান ঘুচিবে তোমার,
নর নারী ভেদ জ্ঞান রহিবে না আর।

সু। প্রভু,
জন্মে জন্মান্তরে রহে যেন ভেদ জ্ঞান;
যেন অনন্ত অনন্ত কালে
রহি তব পদতলে,
পতি ভাবে চিরদিন করি তব পূজা;
দাসী জ্ঞানহীনা
নাহি জ্ঞান-অর্জ্জন-কামনা;
পতিপদ করিয়াছি সার,
ইহা হ'তে উচ্চ আশা নাহি কিছু আর;—
জন্মে জন্মে হই যেন কিঙ্করী তোমার।
যাও হে নির্দ্দয়! যদি যাইতে বাসনা,
তব পথে কণ্টক হব না;
যাও,
যথা থাক সুখে থাক নাহি করি মানা;
কিঙ্করীরে যদি কভু পড়ে তব মনে
জেনো সে তোমার দাসী জীবনে মরণে।

পূ। ধর ধর সুলোচনে, শিবের প্রসাদ,
হউক ঈশ্বরে মতি করি আশীর্ব্বাদ।

সু। ঈশ্বর না চাই, তোমা বিনা নাহি সাধ,
নমস্কার যোগী ক্ষমা কর অপরাধ।

পূ। শিব, শিব, শিব, গুরু, গোরক্ষনাথ!

প্রস্থান।

সু। আর কেন এ শশ্মানে?

শিরে হ'ল বজ্রাঘাত।—

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সারির কক্ষ।

সারি ও সেবাদাস।

সা। আপনি আমার কেন?

সে। দেখ, সুন্দরা বারণ করুণ, তুমি কোন মতে সন্ন্যাসের সঙ্গে মদিরা দাও।

সা। তুমি দূর হও; তুমি পাপে মতি আমায় কেন দাও? যদি সুন্দরা দেখে তোমার জীবন সংশয় হবে; তুমি ভ্রষ্ট যোগী; যাও।

সে। তোমার পায় ধরি, তুমি ঐ কথা প্রকাশ ক'রো না।

সা। যা ভীরু, তোর ন্যায় আমি অধম-আত্মা নই; তুই চণ্ডাল, জটার কেন অবমাননা ক'রেছিস?

সে। দেখ, আমার সর্ব্বনাশ হবে, তোমাদের উপকারের জন্য আমি করেছিলুন।

সা। যা, মূঢ়, তোর শঙ্কা নাই।

সে। দেখ, দেখ, বলো না।

প্রস্থান.

সা। একি, সখীর একি মুখের ভাব!

সুন্দরার প্রবেশ।

সখি, সখি, একি? তোমার মুখ দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

সু। সারি, তোর কাছে আমি বিদায়নিতে এসেছি; প্রাণ-নাথ চলে গেছেন—এ শশ্মান পুরে আর আমি থাক্‌ব না।

সা। সখি, সখি, কি বল? সখি, তোমা বই আর আমি জানি নি। আমায় কেন বজ্রাঘাত কর? রাণী, প্রাণসখি, স্থির হও।

সু। স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, শুনহ বচন,—
শূন্য শূন্য শূন্য এ জীবন;
শূন্য পুরী, শূন্য এ সংসার,
প্রাণনাথ গিয়াছে আমার;
গৃহ বাস আর কা'র তরে?
যাই, সখি, হাস্য মুখে দাও লো বিদায়।

সা। কোথা যাবে?
আমি দাসী সহচরী, আমার কি হবে?
তুমি রাণী, ঠাকুরাণী মম,—
তোমা ছেড়ে রহিব কেমনে?
এ সংসারে
কেহ আর নাহি তোমা বিনে।

সু। এ নগরে আজি হ'তে তুমি হবে রাণী ;
বলেছি মন্ত্রীরে তোরে রাখিবে আদরে,
সিংহাসনে তুমি ঠাকুরাণী ;
পূজে হর, নিও মনোমত বর ;
মনোমত পতি ল'য়ে রাজ্য কর' সখি ;
সুখে থেক', মনে রেখ'—অভাগী সুন্দরা,—
যাই, ভাই, পুরী মম জ্ঞান হয় কারা।

সা। কোথা যাবে ?
হায়! একা নারী কোথা যাবে ?

সু। যাব মম পতির আলয়ে ;
এ জীবনে পতিসেবা ভাগ্যে মম নাই,
তাই যাই শাশুড়ীর চরণ সেবিতে ;
আহা দুখিনী জননী,
হারা হয়ে অঞ্চলের মণি,
কাঙ্গালিনী, অন্ধ, কেঁদে কেঁদে !
তাহে অরিপুরে কেহ নাহি তাঁর ;
একাকিনী হাহাকার করে পাগলিনী,
পুত্রবধূ আমি তাঁর, নন্দিনী, সমান,
দুখিনীর করিব শুশ্রূষা ;
দুই জনে রোদনে করিব দিনপাত
দুঃখিনী, থাকিব সদা দুখিনীর সাথে।
এ কি কহ রাণী ?
আছে সেই চামার-নন্দিনী,
জ্যেষ্ঠ রাণী-দরশন কেমনে পাইবে ?

সু। দূত হ'য়ে জানাইব রাজার সদনে,
সসৈন্যে সুন্দরা আসে আক্রমিতে পুরী ;
মন্ত্রী মুখে শুনিবিশৃঙ্খল রাজধানী,
স্বেচ্ছাচারী, অনিয়মে সেনা ;
রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ রাজা হইবে সভয়,
করিবেন সন্ধির প্রার্থনা ;
সন্ধির প্রস্তাব এই করিব তাঁহারে,—
প্রধানা রাণীয়ে রাখিতে সে উপবনে
ছিলেন যথায় তিনি সন্তানের সনে ;
সুন্দরার দাসী তাঁর সেবা হেতু রবে;
তবে সন্ধি ; নহে, ঘোরতর রণ হবে ;
রাজ্যপ্রান্তে মন্ত্রী মম বাঁধিবে শিবির
আমার প্রস্তাবে মত হবে নৃপতির।

স। ধন্য তব পতিব্রতা ব্রত !
রাণী হয়ে হেন কেবা করে ?
ত্যজি' রাজ্য ত্যজি দাসদাসী,
শাশুড়ীর সেবা অভিলাষী,
পতির সন্ধান হেতু।
ধন্য সতী পতিপরায়ণা !
তোমার মহিমা না হয় তুলনা
যাবে যদি পতিগৃহে, আমি তব দাসী,
তুমি ঠাকুরাণী, আমি তোমা অভিলাষী ;
যথায় ঈশ্বরী তথা রহিবে কিঙ্করী,
চল তবে, সুলোচনা, দুর্গা নাম স্মরি'।

সু। তুখ পাবে, তুমি কোথা যাবে ?

সা। দাসী ঠাকুরাণী ছাড়া কবে ?

সু। শত জন্মে শোধ নাহি হবে তোর ধার।

সা। ঋণী আমি চিরদিন প্রণয়ে তোমার।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

দামোদর।

দা। তবে রে শালা, আমি বুঝি নি ? রোজ রোজ ফক্কা ডাক করে আনা গোনা ? আর সে মাগীকে চেন না ? ওই আসছে, আমি এই গাছের আড়ালে দাঁড়াই।

সেবাদাসের প্রবেশ।

সে। উঃ! লাঞ্ছনার এক শেষ, আমি কি হেয়! আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে ? (দামোদর কর্ত্তৃক ছুরিকা দ্বারা আহত) আরে, কে রে চণ্ডাল ? গুরুদেব, অন্তঃকালে কোথায় তুমি ?

দা। ওই কে আসছে পালাই।

দামোদরের প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ ও শিষ্যগণের প্রবেশ।

সক। শিব, শিব, ভোলা।

গো। শুন, বৎস! ঈশ্বরে নিশ্চয় ভক্তি যার
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সে হয় অনায়াসে
শঙ্কর সহায়, বিঘ্ন নাহি কোন কালে;
ওই দূরে সুন্দরার পুরী,
চল—
দেখিবে কি ভাবে আছে নবীন সন্ন্যাসী

১ম শি। এ কি, এ যে সেবাদাস!
প্রভু!—
বক্ষে ছুরি পথমাঝে হের শিষ্য তব।

গো। অদৃষ্টের ফল কেবা করিবে লঙ্ঘন?
আছে বেঁচে, অতি মৃদু বহিছে ধমনী,
এই পত্র মর্দ্দি দেহ প্রলেপ আঘাতে
রুদ্ধ হবে রুধির-প্রবাহ।

পূর্ণের প্রবেশ।

পূ। গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব!
মুক্ত দাস চরণপ্রসাদে;
কুহকিনী দিয়াছে বিদায়।
হে ভক্তবৎসল! রাখ সেবকেরে পায়।

গো। শঙ্করের প্রিয়, বৎস, তুমি!
হের শিষ্যগণ,
অকলঙ্ক পূর্ণশশী পূর্ণের উদয়;
গগন ভেদিয়া বল জয় জয় জয়।

শিষ্যগণ। ভৈরবী—ঠুংরি।

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা।

ভূতনাথ ভব, বোম্ বব বোম্ বব,

নিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা॥

মনমথ-শাসন, নয়ন হুতাশন,

ফণামালগল, দল দল দোলা

তমালনিন্দিত, কণ্ঠে হলাহল,

জলদ-জাল জিনি' জটা জুট দল

কল কল ঢল ঢল গঙ্গা বিলোলা॥

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লুনার কক্ষ।

লুনা ও জম্মু (লুনার পিতা)।

লু। বাপ, তুই কি বুদ্ধি কর্‌লি, আমার এ জওয়ান বয়েস বুড়া নিয়ে থাক্‌ব? তুই আজ বেশী করে বিষ দে, একেবারে খেয়ে ম'রে যা'ক।

জ। আরে, না; লোকে গোল কর্‌বে, তোর উপর সোবে কর্‌বে, মন্ত্রীশালা পরামর্শ দিয়ে ইচ্ছাকে রাণী কর্‌বে, মন্ত্রীশালা জুতাখোর একটু একটু সোবে কর্‌ছে; তোরে তখন বল্‌লুম ইচ্ছাকেও মেরে ফেল, তুই বল্লি 'না ও কাঁদ্‌বে আমি দেখব' এখন কি হ'ল? সুন্দরার বাঁদী তোর ঝুটী দেখ্‌লে ঝাড়ু মারে।

লু। বাপ, আমার বড় রাগ হয়েছে; তুই সেই দাসী বেটীকে আগে মার।

জ। আমি কেমন করে মার্‌ব? আগে হাত ছেড়ে দিলি এখন পস্তাচ্ছিস্।

লু। বাপ, তুই বল্‌তে পারিস্ ইচ্ছার জন্য সুন্দরা কেন লড়াই কর্‌তে চায়?

জ। শালী কেজিয়া খুজ্‌ছে, ও বড় লড়াই উল্লি; মুলুক রাখে কি না মনে ভাব্‌লে তুই রাজাকে মানা কর্‌বি ইচ্ছাকে ছাড়্‌বিনি তা' হলে দাঙ্গা হবে।

লু। তবে ইচ্ছার কাছে থাকবার জন্যে বাঁদী পাঠিয়ে দিলে কেন?

জ। তোর চামার বুদ্ধি পালিয়েছে; ও জানে কিনা—তুই ইচ্ছার সঙ্গে খিট্‌ খিট্‌ কর্‌তে যাবি? ওর বাঁদী বলে দেবে সুন্দরা কেজিয়া কর্‌বে।

লু। বাপ্‌, ঠিক বলেছিস্‌ দুটো বাঁদী আছে, আমি দুটি গলাগে মার্‌তে আসে; কাল্‌ গিয়েছিলুম্‌, সেটা বল্‌লে, রাণীকে চিঠি লিখ্‌ব; বাপ, রাজাকে বলি—সুন্দরার সঙ্গে কেন লড়াই করুগ্‌ না।

জ। সে অমন সুন্দরা না, তোর রাজা বাপের নাক কেটে নেবে; তার লাক্‌ সোওয়ার মজুত; ঘোড় সোওয়ার হ'য়ে আপনি লড়ে।

লু। তা বাপ্‌, রাজা ম'রে গেলে আমি যখন গদিতে বস্‌ব, তখন আমার সঙ্গে ত লড়াই কর্‌বে?

জ। চৌত্‌দিতে হবে; শতদ্রুর ধারে ধারে কেল্লা বানাব ওর শতদ্রুর পারে ঘর; রাজা কেজিয়ার কথা উঠ্‌তে, কেল্লা শুরু করেছে।

লু। আমার গা ইস্‌ পিস্‌ কর্‌ছে; বাপ্‌, সে ঢের দেরি; আমি সে সুন্দরাকে মারবার যোগাড় করেছি, তোকে বল্‌ব না—তুই আবার খিট্‌ খিট্‌ তুল্‌বি, হোবে না হোবে না।

জ। আরে, আমায় বল্; আপন বুদ্ধিতে প্যাঁচে পড়্‌বি; তুই দেখ্‌ত আমার বুদ্ধি শুন্‌লি নি ইচ্ছাকে রেখে কি প্যাঁচ হ'ল! রাজাকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌ছিনি, আস্‌তে আস্‌তে খুন কর্‌তে হচ্ছে, একটু একটু করে খাবারের সঙ্গে বিষ দিতে হচ্ছে, ছয় মাসে মর্‌বে; এ বড় মজার বিষ, তোর সেই খসম্ শালা আমায় শিখিয়ে ছিল; এতে গো এক দিনে মরে, আর আদ্‌মি কে একটু একটু দিলে লোকে বলে কাশ হয়েছে—কিন্তু, ম'র্‌বে মর্‌বে, মর্‌বে, ছাড়ান নাই।

পরিচারিকার প্রবেশ।

প। একজন বিদেশী হাকিম আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে চায়; সে বলে আপনি তাকে আস্‌তে বলে ছিলেন।

লু। আস্‌তে বল। বাপ্, এই সুন্দরামারা কল; এ সুন্দরার হাকিম, আমার খেয়ে সুন্দরাকে বিষ দেবে।

জ। তুই একে কোথা পেলি?

লু। এ রাজাকে দেখ্‌তে এসেছিল; আমি ওর সঙ্গে শল করেছি।

জ। ও রাজার রোগ কিছু কর্‌তে পার্‌বে না; হাকিম শালার বাপ্ পার্‌বে না।

দামোদরের প্রবেশ।

লু। ভীষক্, আসুন, বসুন, পার্‌বেন ত? আপনি যা চান আমি দিতে প্রস্তুত। আমি লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে পারি।

দা। এখানে ত নির্জ্জন নয়, এখানে কথা হ'তে পারে না ত।

জ। না তা ত নয়, তা ত নয়; দেখি, শালা তোর মুখ দেখি? টুপি খোল, শালা, টুপি খোল; আরে কে আছে? চোর, চোর, চোর।

রক্ষকের প্রবেশ।

শালাকে ধর, বিষ কোড়া লাগাও; ও শালা, তুমি চাঁদিকে সোনা বানাও?—আমার হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ, আজ হাকিম হ'য়ে এসেছে! মার শালাকে মার। (রক্ষকগণের দামোদরেকে মারিতে মারিতে লইয়া প্রস্থান।)

লু। বাপ্, তুই কি কর্লি?

জ। এ শালা জোয়াচোর্; আমার টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে তাই ত বলি সুন্দরাকে বিষ দেবে, এমন জবর জান কার? তার দশটা আদ্‌মি আছে, খানা চাকৃদার।

পরিচারিকার প্রবেশ।

প। রাজমহিষী, মহারাজের নিকট হতে দূত এসেছে নগর-প্রান্তে কে একজন অবধূত এসেছে—লোকে বল্‌ছে,—তার ঔষধ এক দিন খেলেই আরাম; মহারাজ তাঁর ঔষধ ধারণ কর্‌তে যাবেন।

লু। আচ্ছা, দূতকে বল গে আমি যাচ্ছি।

জ। লুনা, চল, আমিও যাচ্ছি! এ ব্যামটা ভারি গোল হয়েছে মেলা লোক দেখ্‌তে আস্‌ছে: কি জানি, যদি কোন শালা সোবে করে ধরে, যে বিষ? তুই রাজার দরদ ক'রে বল্‌বি যে ভাল কর্‌বে লাক্ আশরোপি দিব, কিন্তু যে মিছা মিছি দুঃখ দিবে তার গর্দ্দান নেব, গর্দ্দানের ভয়ে কেও শালা আস্‌তে চাইবে না; চল্ আমিও তোর সাথে যাই।

রক্ষকের প্রবেশ।

র। মহারাণী! অপরাধ মাপ হয়, চোর পালিয়েছে।

জ। এঁ্যা! এঁ্যা! শালা কেমন ক'রে পালাল?

র। আমরা মার্‌তে মার্‌তে নিয়ে যাচ্ছি, মার খেয়ে পথে যেন হঠাৎ মড়ার মতন হ'য়ে পড়্‌লো; নাকে হাত দিয়ে দেখি, নিশ্বাস পড়ে না; আমরা মুখে দেবার জন্য জল খুঁজ্‌ছি, আর উঠে দৌড় দিলে।

জ। দৌড় দিলে।

র। আমরা পেছোনে পেছোনে দৌড়্‌লেম আর দেখতে পেলেম না।

লু। আচ্ছা যাও, তাকে খুঁজ; দেখ যদি ধরতে পার।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

সুন্দরা ও ইচ্ছা।

সু। মা, আপনি কোথা যাবেন?—বলুন; আমি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি, আপনার দৃষ্টি কম হয়েছে, পড়ে যাবেন।

ই। মা, তুমি কে মা? তুমি কেন আমায় যত্ন করছ? আহা পরের বাছা প্রাণ খোয়াচ্ছি কেন? বাছা, কাল সাপিনীরে! কাল সাপিনী বাছাকে দংশন করেছে। তুমি আমায় মা বল্‌ছ

তোমার ও মার্কে; পরের বাছা ঘরে যাও, আর তুমি আমায় মা বলো না; আমায় যে মা বলে, সে প্রাণে বাঁচে না।

সু। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমি হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

ই। আমি ঐ গাছতলাটীতে যাব, ওর তলাটী পরিষ্কার করে রাখ্‌ব। বাছা যদি আসে, ত বস্‌বে; বাছা এই খানটীতে বস্‌তে বড় ভাল বাসে।

সু। আপনি এই খানে বসুন আমি পরিষ্কার কচ্চি।

ই। না, মা তুমি জান না মা, তার কারুর কন্না মনে ধরে না; এত দাসী ছিল, দাসীরা শয্যা পাত্‌ত, আমি শোয়াবার সময় একবার হাত বুলিয়ে দিতেম, না হলে তার ঘুম হ'ত না; মা, বড় আব্‌দারে, গো, বড় আব্‌দারে; অত বড় হ'য়েছিল, আপনি খেতে পার্‌ত না; আমি কত বকৃতুম; আমায় খাইয়ে দিতে হ'ত; ওমা, আমার বাছা কোথায়? ওহো! কাল সাপিনী কাল সাপিনী! আহা, হা, দংশে মেরে ফেলেছে! আঃ, হা, দংশে মেরে ফেলেছে!

সু। মা, তোমার ছেলে বেঁচে আছে।

ই। আছে, আস্‌বে। চল্ চল্ চল্; তার দু'বার খাবার সময় হ'ল; এখন' কিছু খায় নি।

সু। মা, তুমি ধৈর্য্য হও না—আমার কথা শুন না; আমি সত্য বল্‌ছি—সে বেঁচে আছে।

ই। বেঁচে আছে? বেশ বেশ! আমি খুব ঘটা ক'রে তোমার সঙ্গে বে দিব; চল চল।

সু। কোথায় যাবেন বলুন।

ই। ওই যে, ওই যে—কৈ আমার পূর্ণ কৈ? কেরে, আমার শিবরাত্রির সল্‌তে কি ঘরে এলি?

সু। মা, আসুন; কিছু খান নি, আসুন, কিছু খাবেন আসুন।

ই। যাব? সত্য, মিথ্যা বল্‌ছ না? তুমি আমায় সে কূপে ফেলে দেবে? চল, মা, তোমার সাত ব্যাটা হবে; আমায় পড়্‌তে দিলে না, মা. দিলে না, দিলে না, দিলে না; ওমা, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে।

সু। আহা দুখিনী মা আমার! ভগবান্‌কে ডাক তিনি তোমার ছেলে দেবেন; তোমার ছেলে বেঁচে আছে, তাকে কূপ থেকে তুলেছে; ইষ্ট দেবতাকে ডাক— ছেলে পাবে।

ই। মিছে, মিছে, মিছে, ইষ্টদেবতা মিছে; সন্ন্যাসী মিছে, শিব মিছে, শিবচতুর্দ্দশী মিছে; আমি চক্ষে দেখেছি; আমি চক্ষে দেখেছি, আমি চক্ষে দেখেছি; ওহো, কাল সাপিনী! বাছারে, তুই কেন আমার গর্ভে এসেছিলি?

সু। আহা, হতভাগিনী! মা, মা।

ই। আহা, তুই কেন দীন দুঃখীকে মা বলিস্ নি? তা হলে ত বাছা প্রাণ হারাতিস নি? সে ত তার বাছা নিয়ে বাগের মুখে দিত না?

সু। মা, কিছু খাবে এস।

ই। খাব? না, না, না; আমি ঢের খেয়েছি—আমার পূর্ণচন্দ্রকে খেয়েছি। আর খাব না, আর খাব না; আমায় জোর করে মুখে ঢেলে দেয়, খাব কেমন ক'রে? আমার পেট

ভরে আছে; আমি খেয়েছি, খেয়েছি, খেয়েছি। আমি ভাল সামগ্রী খেয়েছি।

সু। মা, একটু শোবে চল।

ই।, তুই কে—বুঝেছি; সেই সাপিনীর চর। আমায় জো'র করে ধরে খাওয়াবি; বুঝেছি, আমায় মরতে দিবি নি। বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি, সাপিনীর চর! দূর হ, দূর হ, দূর হ; বাবা, কোথায় তুমি? তোমার দুঃখিনী মাকে একবার মা ব'লে যাও; আমার সাধের পূর্ণ, একবার মা ব'লে যাও।

সারির প্রবেশ।

সু। সারি, তুই কোথায় গিয়াছিলি?

সা। বল্‌ছি।

সু। বলিস্ এখন, কোন রকমে কিছু খাওয়াতে পারিস্? আমার কথায় আজ ভুলবেন না।

সা। কি জানি? দেখি; (ইচ্ছার প্রতি) আসুন।

ই। যাব, চল; আমায় ফেলে দিও, যেমন ক'রে তারে ফেলে দিয়েছিলে; তুমি রাজরাজেশ্বর হবে।

সারি ও ইচ্ছার প্রস্থান।

সু। (তরুতল মার্জ্জন করিতে করিতে) এই আমার তীর্থ, এই আমার কৈলাসপুরী; এই খানে আমার প্রাণনাথ বস্‌তেন। ওহো, কি নির্দ্দয়! এই দুখিনী উম্মাদিনী মাকে একবার মনে করে না একবার তার মাকে দেখা দিলে কি যোগভ্রষ্ট হয়? ধন্য প্রাণ, ধন্য যোগাভ্যাস! আহা, আগে যদি এই পাগলীর দশা আমি জান্‌তেম, তা হ'লে তাকে প্রতিশ্রুত ক'রে নিতেম যে তোমার মার সঙ্গে দেখা কর। কি হ'ল? কিছু খাওয়াতে পারলে?

সারির প্রবেশ।

সা। হাঁ, তাঁরে শুইয়ে এলুম। ও কি কচ্চ?

সু। দেবালয় মার্জ্জন কচ্চি; এই খানে আমার প্রাণনাথ বস্‌তেন; সারি, আমি মনে করেছিলেম যে আমিই অভাগিনী—আহা কি নির্দ্দয়! মার সঙ্গে একবার দেখা করে না! আমি কোন্ ছার, আমায় পায়ে ঠেলবেনই ত।

সা। এ শত্রুর পুরী আস্‌বে কেমন ক'রে?

সু। আহা! সারি, উন্মাদিনী উন্মত্ততায় বল্লে যে "তোমার সঙ্গে তার বে দিব"। কথা শুনে যেন আমি স্বর্গ হাতে পেলেম! কি করি বল্ দেখি?—আমি ত কোন রকমে বুঝ্‌তে পাচ্চি নি যে বেঁচে আছি।

সা। স্বচক্ষে দেখেছে ফেলে দিয়েছে।

সু। একবার মনে করি এঁকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরি, যদি কোথাও তাঁর দেখা পাই, ত একবার অভাগিনীকে দেখাই; দাবানলে জল ঢালি; কিন্তু এঁর যে অবস্থা, কবে মরেন—নিয়ে যেতে ত সাহস হয় না।

সা। আমি সেই কথা বল্‌তে এলেম্, এক জন দূত নানা স্থানে সন্ধান ক'রে আমায় সংবাদ দিলে—যে গোরক্ষনাথ সশিষ্য শিয়ালকোট-অভিমুখে আস্‌ছেন; আর নগরে শুনলেম এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসেছে সে যারে যা ঔষধ দিচ্চে তাই ফল্‌ছে; রাজা না কি তাঁর নিকট ঔষধ গ্রহণ কর্ব্বেন। আমার বোধ হয়! সন্ন্যাসী সেই গোরক্ষনাথ।

সু। সারি, বল্‌বো নি, শুনে আমার মনে আশা হচ্ছে; আমার যেন মনে হচ্ছে যে গোরক্ষনাথ তাঁর শিষ্যকে পিতৃ-

সিংহাসন দিবেন; হঁ্যা সখি, যদি রাজ্য লন, তা হলেও কি আমায় পায় ঠেলবেন?

সা। কি হয় দেখ; মিছে একটা আশা করো না; নৈরাশ্যের উপর নৈরাশ হ'লে আরও যন্ত্রণা।

সু। সখি, আশা দিব বিসর্জ্জন?
আশাই জীবন;
আশা গেলে প্রাণ কিসে রবে?
জান না, জান না,
কত নিত্য করি লো কল্পনা!
কভু যেন সাজিয়া যোগিনী,
সিংহাসনে যোগীরে বসায়ে,
ধুই তাঁর পা দু'খানি;
কভু;
যেন মম যোগীবর রাজরাজেশ্বর,
রাণী হয়ে বামে বসি তাঁর;
কভু, তাঁর গলা ধরে কাঁদি,
কভু তাঁর পায়ে ধরে সাধি।
আশা যত কথা কয়, করি লো প্রত্যয়।
বার বার নৈরাশে, না আশা করি ত্যাগ;
আশায় মিলন,
অনুরাগ আশায় মিটাই;
তাই, তাই লো সজনী, দিবস রজনী
বক্ষে ধরি মলিন কুসুম;
ভাবি, ফুল সরস হইবে,

প্রাণনাথ দেখা পুনঃ দেবে,
আমি তার, সে হবে আমার ;
ওলো সখি, আশাই জীবন ;
আশার কথায়,
কল্পনায়, শুষ্ক কলি সরস নেহারি :
বলো না বলো না সখি, আশা দিতে বিসর্জ্জন,
আশায় রেখেছি প্রাণ আশাই জীবন।

সা। আমি দেখে আসি, কে যোগী।

সু। যাও, আমি মা কি কচ্চেন দেখি।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

দামোদর।

দা। বস, বস, বেড়ে রক্ষা দিলে! কিন্তু, বাবা, এ সহজে ছাড়্ছি নি ;. সেবাদাস ব্যাটা বেঁচে গিয়েছে ; যাবে কোথা ? খুঁজে খুঁজে ধরেছি দেখেছি ব্যাটা শিয়ালকোটেই এসেছে : সে ছুঁ ছুঁড়ীও এখানে এসেছে ; ঐ যে যে বেটী সিন্দূর মাখিয়েছিল— বেটী ও দিকে কোথায় চল্‌ল ? বুঝেছি, সেবাদাস বেটাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে ; খুববশ ক'রেছে কিন্তু ; বাবা কোড়ার জ্বালা

ভাল, প্রাণের জ্বালা যাবার নয়, ধরা পড়ি পড়্‌ব, আমি ত সহর ছাড়্‌ছি নি! এই যে, দু' ব্যাটা চার ব্যাটা সন্ন্যাসী এ দিক বাগে আস্‌ছে, তফাৎ থেকে দেখি।

প্রস্থ

সেবাদাস ও গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

সে। প্রভু,
পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত পূর্ণ কি হইবে?

গো। এখন' হৃদয়ে তোর ঈর্ষা জাগরিত,
কামিনী কাঞ্চনে মন আকৃষ্ট এখন'?

সে। না, প্রভু, না;
কুতূহল হ'ল তাই করেছি জিজ্ঞাসা

গো। শুন সেবাদাস, ধর আমার বচন,
অবশ্য হৃদয়ে তোর জাগে পাপ ছবি,
অকপটে ব্যক্ত কর আমার নিকট:
নিশ্চয় জানিবে নহে, আসন্ন সঙ্কট!

সে। কি বা নাহি জান, দেব, তুমি অন্তর্যামী
মম প্রতি দৈব বিড়ম্বনা!
বনমাঝে দেখিলাম কাঞ্চন কলসী,
কিন্তু, তাহে লোভ না জন্মিল;
চলে যাই ধীরে, ধীরে,
অকস্মাৎ হেরিলাম নারী
রূপের মাধুরী,
কাননে ধরে না যেন!
শুনিলাম সে রমণী চামরনন্দিনী

গো। রেখো না গোপন,
আদ্যোপান্ত সমস্ত বলহ বিবরণ।
সে। প্রভু, সরমে না যুয়ায় বচন,
হেরি' রূপ মুগ্ধ হ'ল মন;
প্রেম-আশে তার পাশে গেলেম সত্বর;
পিতা তার অঙ্গীকার করিল আমায়,
শিখাই যদ্যপি কোন গরল তাহারে—
দুহিতায় করিবে অর্পণ;
চাহিল সে বন্য পশু বধের কারণ,
এবে লয় মন,
হলাহল নিল সে চামার
গোপনে অন্যের ধেনু করিতে সংহার।
গো। শঙ্কা নাহি কহ বিবরণ;
প্রকাশিলে গুরুর সদন,
মহাপাপ দগ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন।
সে। প্রভু, তব চরণ-কৃপায়
জানিতাম হলাহল-প্রস্তুত-উপায়;
কহিলাম সন্ধান তাহারে;
আনি' কাঞ্চন-কলসী,
চামারনন্দিনী লয়ে হইলাম গৃহী;
ছিল মম চিকিৎসার পুঁথি
জ্ঞান হয় পিতৃ-উপদেশে
একদা করিল চুরি সেই ভাগ্যহীনা;
অতি ক্রোধে তপ্ত লৌহে পৃষ্ঠদেশে তার

দণ্ডিলাম, 'চোর' নাম করিয়া অঙ্কিত।
অভিমানে
পরাণ ত্যজিল সেই কূপে ঝম্প দিয়া!
তদবধি তার মূর্ত্তি ধরে মম হিয়া।

গো। কেমনে জানিলে সেই ত্যজিয়াছে প্রাণ?

গে। বারি হেতু গেল, ফিরে না আইল,
মৃত্যু-বিবরণ তার জনক কহিল।

গো। মিথ্যা কথা; দ্বিচারিণী পড়ে নাই কূপে,
এখনি জানিবে সেই আছে কোন রূপে;
যেই বিষ করিয়াছ চামারে প্রদান,
সেই বিষে জর জর ভূপতির প্রাণ।
সত্য মিথ্যা সমুদায় লক্ষণে জানিবে,
পাপের কুটীল গতি অন্তরে মানিবে;
আজ্ঞামত কর, কভু কর' না অন্যথা,
বলিতে পূর্ণের শিষ্য না ভাবি ও ব্যথা,
সংশয় না কর বাক্য, ত্যজ অভিমান,
শঙ্কর-কৃপায় আজি পাবে দিব্য জ্ঞান।

পূর্ণের প্রবেশ।

বৎস, ব'স, কার্য্য মম কর সমাধান।

গোরক্ষনাথের প্রস্থান।

জম্বু, রাজা, ও লুনার প্রবেশ।

লু। প্রাণনাথ, প্রাণ মম কাঁপে;
হেরি' তব মলিন বদন
মরি হে সন্তাপে;

সদা ভয়—পাছে মন্দ হয়
যার তার ঔষধ-সেবনে।
নাহি জানে ঔষধ-নিয়ম,
অর্থ-লোভে আসে কত জন,
আজি হ'তে হেন প্রথা করহ, ভূপাল,
অহেতু আসিবে যেই জন,
ব্যাধি যদি না হয় বারণ,
জীবন-সংহার হবে তার ;
কিন্তু, ব্যাধি-শান্তি যে করিবে
আমারে কিনিবে
দিব তারে নানা ধন রত্ন পুরস্কার।

রা। প্রিয়ে !
আজি হোক কালি হোক যাবেই জীবন ;
মৃত্যু নাহি ডরি, ভাবি লো সুন্দরী,—
আমা বিনা কি দশা তোমার হবে ?
চারি দিকে অরিগণ তুলিয়াছে শির,
প্রজাগণ অবাধ্য সকলে,
তব নাহিক নন্দন,
রাজ্যের রক্ষণ
নারী হয়ে কেমনে করিবে ?

পূ। স্বাগত হে, স্বাগত রাজন্ ?

রা। আছে কিহে অবধূত, হেন মহৌষধি
প্রাণ রক্ষা হয় যাহে এ দারুণ ব্যাধি ?

পূ। হে ভূপাল!
অঙ্গে তব বিষের লক্ষণ
করি দরশন।

লু। মহারাজ, কপট সন্ন্যাসী।

পূ। সত্য মিথ্যা বহু দিন না রহে ছাদন;
ত্যজ ভয়, হে ভূপাল,
ব্যাধিমুক্ত এখনি হইবে;
কর এই ঔষধ ধারণ
মুহূর্ত্ত বিলম্ব নাহি হবে—
নব দেহ পাবে।

লু। না না মহারাজ!
শত্রুর নফর, সুন্দরার চর,
এখনি হারাবে প্রাণ।

পূ। মহারাজ, ভাগ্যগুণে মিলিয়াছে নিধি,
মহৌষধি দিয়াছেন বিধি;
আত্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হবে, ত্যজ যদি,
যদ্যপি সংশয় উদয় তোমার মনে;
হের, আমি করিব ভক্ষণ।

লু। মহারাজ বিষ নানাবিধ
কোন' বিষে ছয় মাসে যায় প্রাণ
হীন জন—ওর প্রাণে ভয় কি বা?
রত্নধন পাবে পরিজন,—
প্রাণ দেয় অনায়াসে।

পু। রাজ্ঞী! অবগত আছ বহু গরল লক্ষণ
হেন বিষ কখন কি করেছ প্রয়োগ
ছয় মাসে যাহে প্রাণ নাশে?

লু। কি বলিস্, ভণ্ড যোগী, আমি দিছি বিষ?

পু। চর্ম্মকার জনক তোমার
বিষবিদ্যা-সুনিপুণ;
জিজ্ঞাসহ, বধিয়াছে অনেক গোধন।

জ। কি আমি গরু মারি না?

রা। যা থাকে অদৃষ্টে আর স্মরি' নারায়ণ,
যোগীবর করি তব ঔষধধারণ।

ঔষধ ভক্ষণ।

একি! নব কলেবর, নূতন জীবন,
পুনঃ যেন আগত যৌবন!
ছদ্মবেশি, কে তুমি দেবতা?

পু। করো না প্রণাম,
প্রণমিলে খর্ব্ব হবে ঔষধের গুণ।

পু। রাজ্ঞী! হেরো ব্যাধিমুক্ত পতি তব।

লু। ক্ষমুন এ অধীনীর অপরাধ;
আমি জ্ঞানহীনা
বুঝি নাহি প্রভুর মহিমা।

রা। ভাগ্যগুণে যদি আজি বিধাতা সদয়,
দেবতা উদার পুত্র বর চাহ, রাণী;
যোগীর প্রসাদে হবে, মানস সফল
বৃদ্ধ কালে পুত্র হেরি' হইব শীতল।